Registered

মূল্য ঃ দুই টাকা

এক

গণতন্ত্র বলতে বোঝায় সমতা। সমতার জন্য সর্বহারা শ্রেণীর লড়াই-এর মূল্যবান গুরুত্ব উপলব্ধি করতে গেলে বা সমতার দাবির অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝতে গেলে শ্রেণীসমূহের অবলুপ্তির অর্থ গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। যে মুহূর্তেই, সমাজে উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিকানার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে, শ্রম ও মজুরীর সমতা অর্জিত হবে— সেই মুহূর্তেই মানবতার কাছে আনুষ্ঠানিক সমতার প্রশ্ন থেকে প্রকৃত সমতার স্তরে উত্তরণের গতিময়তার প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়াবে। —লেনিন

গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ১
শঙ্খ ঘোষের জীবনাবসান ১
দেশে বিদেশে ২
নির্বাচন ২০২১ : কিছু কথা... ৩
কম. প্রদীপ নন্দীর জীবনাবসান ৫
দূরদর্শনে কমরেডদের বক্তব্য ৬-৮
চটকল সমস্যায় কম. অশোক ঘোষের দাবি ৭

68th Year 34th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 24th Apr. 2021

কমরেড ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন লাল সেলাম

(২২ এপ্রিল ১৮৭০—২১ জানুয়ারি ১৯২৪)

বিশ্ব বিপ্লবের শ্রেষ্ঠতম সেনাপতি। মার্কসীয় দর্শন আত্মস্থ করে রুশ দেশের বাস্তব আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি পরিবেশ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নিরিখে কঠোর ও নির্মোহ বিশ্লেষণ করেই ১৯১৭ সালে এক মহান ইতিহাসের সূচনা করেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন নির্মাণে সেই সময়কাল পর্যন্ত রাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রচলিত ধ্যানধারণাগুলির আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল কম. ভ্লাদিমির ইলিচ ইউলিয়ানভ (লেনিন)-এর নেতৃত্বেই।

এক স্থিতপ্রজ্ঞ বিপ্লবী যাঁর একনিষ্ঠ যোগ ছিল ওই বিশাল ভূখণ্ডের নানাভাষা, নানাজাতি উপজাতির মানুষদের জীবনের সঙ্গে। তিনিই পৌরোহিত্য করেছিলেন ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলিকেও যথাযথ স্বীকৃতি ও সম্মান দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করার মহান কর্মসূচিতে।

বর্তমান বিশ্বে চরম বৈষম্যদীর্ণ আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে মানবতাবোধের ধ্বংসসাধন চলছে দুর্নিবার বেগে। ভারতের দুর্বৃত্ত মানসিকতার শাসক শ্রেণি ব্যাপক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে অমোঘ সংকটে কম্পিত স্থিতাবস্থার দীর্ঘায়ু ফলপ্রসূ করতে চাইছে শাসককুল। এমন এক দুঃসময়ে মহামানবের ঐক্যসাধনে লেনিনের মহামূল্যবান শিক্ষা ও নির্দেশগুলি বড়ই প্রাসঙ্গিক। তাঁর ১৫২তম জন্মদিবসে বামপন্থীরা পরম শ্রদ্ধায় কম. লেনিনকে স্মরণ করে।

২২ এপ্রিল সকালে কলকাতার লেনিন মূর্তিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান কম. বিমান বসু সহ অন্যান্য বাম নেতৃবৃন্দ। আর এস পি'র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কম. অশোক ঘোষ, কলকাতা জেলার সম্পাদক কম. দেবাশীষ মুখার্জী প্রমুখ। দলের রাজ্য দপ্তরে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে লেনিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলীয় নেতৃত্ব। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও আঞ্চলিক কমিটিগুলিতে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে কম. লেনিনের জন্মদিন পালিত হয়েছে।

শঙ্খ ঘোষের জীবনাবসান

প্রয়াত হলেন শঙ্খ ঘোষ। একধারে কবি, গদ্যশিল্পী, সমালোচক, অধ্যাপক, সর্বোপরি প্রায় অবক্ষয়িত বাঙালি জাতির কাছে জাগ্রত বিবেক। বেশ কিছুদিন ধরেই শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে দিয়ে চলছিলেন, কিন্তু সেই অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে আবারও কবি কলমকে সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে চলার কাজে সদা জাগ্রত থাকতে থাকতেই গৃহবন্দি অবস্থায় থাকাকালীন প্রথমে জ্বর ও তারপর নানাবিধ উপসর্গের সঙ্গে সঙ্গেই করোনায় আক্রান্ত হন। উল্টোডাঙার আবাসনেই তাঁর ইচ্ছা মতো চিকিৎসা চলছিল। কবির আপত্তির কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় নি, ২১ এপ্রিল সকাল আটটার সময় নব্বই ছুঁইছুঁই বয়সে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

দুই বাংলায় তথা ভারতীয় সাহিত্যের জগতে কবি শঙ্খ ঘোষের প্রয়াণ গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করলো। তাঁর লেখা সাহিত্য অনুরাগীদের কাছে চিরকালীন সম্পদ হয়ে থাকবে।

অবিভক্ত বাংলার চাঁদপুরে ১৯৩২ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি জন্ম। আসল নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ, পিতা মনীন্দ্র কুমার ঘোষ ও মাতা অমলা ঘোষের মধ্যম পুত্র। স্কুলজীবন পাবনায়। সেখানেই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯৫১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতি ছাত্র পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন অধ্যাপনার কাজ। কলকাতা শহরে প্রথমে বঙ্গবাসী কলেজ, সিটি কলেজ, পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত থেকে অধ্যাপনার কাজের সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লি ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনার কাজে যুক্ত থেকেছেন। কবিতা, গদ্য, নাটক প্রভৃতি শিল্প ও সংস্কৃতির নানা কাজে নিজেকে মহীরুহে পরিণত করেছিলেন।

দেশ বিদেশের বহু পুরস্কার তাঁর অনবদ্য রচনাকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য পুরস্কারের মধ্যে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ''মূর্খ বড়, সামাজিক নয়'' নরসিংহ দাস পুরস্কার।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ''বাবরের প্রার্থনা''র জন্য সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ''ধুম লেগেছে হৃদকমলে'' রবীন্দ্র পুরস্কার

সরস্বতী পুরস্কার ''গন্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ''

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ''রক্তকল্যাণ'' অনুবাদের জন্য সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার।

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতীর দ্বারা দেশিকোত্তম পুরস্কার।

২০১১ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের পদ্মভূষণ পুরস্কার।

২০১৬ খ্রিস্টাব্দে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার।

রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তীকে যদি একধারে রাখতে হয় অপরধারে অবশ্যই সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নামের পাশেই শঙ্খ ঘোষকে বিবেচনায় আনবে পাঠক। তাঁর পিতার আক্ষেপ ছিল শঙ্খকে নিয়ে। তাঁর ধারণা ছিল মেধাবী শঙ্খ বড়ো হয়ে পণ্ডিত হবেন,। কিন্তু শঙ্খ হলেন একজন অধ্যাপক। বৃত্তের বাইরে আসলে একজন কবি! শঙ্খ ঘোষের কবি পরিচিতি নিশ্চিত তাঁর খ্যাতিকে উচ্চতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু, তাঁর শিক্ষার গভীরতা ও ব্যাপ্তি যে অসাধারণ তাঁর সান্নিধ্যে আসা গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী থেকে ক্লাস ঘরের বাইরে প্রতিনিয়ত যে মানুষগুলো আসতেন তাঁর কাছে, তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন।

শঙ্খ ঘোষ যেন প্রত্যেক মুহূর্তের কবি। কবিতার মধ্যে দিয়েই তিনি তুলে নেন সময়ের দায়ভার। হৃদয়ের প্রগাঢ় মমত্ববোধ অভিজ্ঞতা আর তীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়ে তিনি স্পর্শ করেছিলেন সমগ্র কবিতা যা শেষ পর্যন্ত কখনো কখনো রাজপথ ধরে মিছিলে আবার কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ঘরের আবার কখনো ছোট পত্রিকার পাতায় ঝড় হয়ে উঠতো। কবি নেই কিন্তু, অসংখ্য লেখার মধ্যে কবিতার ছত্রে ছত্রে, বইয়ের পাতায় আবৃত্তির সুকণ্ঠে উচ্চারণে স্পর্শে গন্ধে তিনি বেঁচে থাকেন, তাঁর জীবনাবসান শূন্য করে গদ্যসাহিত্য থেকে কবিতার বর্ণমালা, কবি যেন উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন 'শূন্যতার মধ্যেই তীব্র ঢেউ থেকে যায়' শঙ্খ ঘোষের মৃত্যুর পর সেই ঢেউ বারেবারেই আছড়ে পড়বে সংস্কৃতির নানা অঙ্গনে থেকে মুখরিত প্রতিবাদের স্লোগানে।

''শ্মশান থেকে শ্মশান দেয় ছুঁড়ে
তোমারই ওই টুকরো করা-শরীর
দুঃসময়ে তখন তুমি জানো
হলকা নয় জীবন বোধের জরি।
তোমার কোনো ধর্ম নেই তখন
প্রহরজোড়া ত্রিতাল শুধু গাঁথা''

এরপর ৫-এর পাতায়

বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন অমিত শাহের বাংলাদেশ সম্পর্কে মন্তব্যে ক্ষুব্ধ

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্প্রতি বাংলাদেশের দারিদ্র সম্পর্কে অর্বাচীনের মতো মন্তব্য করায় বাংলাদেশের মন্ত্রী মোমেন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয় অমিত শাহ বলেছেন, বাংলাদেশিরা খাদ্যাভাবে ভুগছেন। দু'বেলা পেটপুরে খাওয়ার মতো খাদ্য থেকে বঞ্চিত বাংলাদেশিরা। খাদ্যের সন্ধানেই নিয়মিত ভারতে অনুপ্রবেশ করছেন। দু'দেশের মধ্যে গভীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেই বিদেশমন্ত্রী মোমেন বলেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে খুবই সীমিত জ্ঞানের জন্য অমিত শাহ এ ধরনের নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন।

বাংলাদেশের প্রথম সারির সংবাদপত্র 'প্রথম আলো'তে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিদেশমন্ত্রী মোমেন বলেন, পৃথিবীতে এমন অনেক জ্ঞানী মানুষ আছেন যাঁরা দেখেও দেখেন না, জেনেও জানেন না। যদি অমিত শাহ এমন নেতিবাচক মন্তব্য করে থাকেন, তবে আমি বলবো বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর জ্ঞান খুবই সীমিত—বাংলাদেশে এখন কারও ক্ষুধায় মৃত্যু হয় না। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলা এখনও বছরের কয়েকটা মাসে অভাব থাকলেও বাংলাদেশে এখন মধ্য আয়ের দেশ বলা চলে।

কয়েকটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অবশ্য শাহের দেশ থেকে অনেক এগিয়ে রয়েছে। অমিত শাহের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের মানুষের ভারতে অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে। মোমেন বলেছেন শতকরা ৯০ শতাংশ বাংলাদেশের মানুষ এখন শৌচাগার ব্যবহার করলেও ভারতে ৫০ শতাংশ মানুষ এখনও চলনসই শৌচাগার ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শিক্ষিতদের জন্য বাংলাদেশে এখনও পর্যাপ্ত চাকরির সুযোগ না থাকলেও স্বল্প শিক্ষিতদের জন্য বাংলাদেশে এখন কাজের অভাব নেই। তাছাড়া প্রায় এক লাখের উপর বেশি মানুষ ভারত থেকে বাংলাদেশে কাজ করতে আসেন, বাংলাদেশিদের এখন ভারতে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

ভারত মহাসাগরে চিনা নৌবহরের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি

বিগত দশক থেকে ভারত মহাসাগরে চিনা নৌবহরের সক্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে—ভারতীয় নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল করমবীর সিং বলছেন ভারত মহাসাগরে চিনা নৌবহরের ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তা আগামী দিনে ভারতের নিরাপত্তা ও বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে বিশেষ উদ্বেগের কারণ হতে পারে। ভারতের নৌপ্রধান অ্যাডমিরাল করমবীর সিং এর মন্তব্য, ভারতমহাসাগরে চিন অগ্রসর হলে ভারতও চুপ করে বসে থাকবে না। শক্তির চাহিদা পূরণ, পশ্চিমের বাজার এবং পশ্চিমের অন্যান্য সম্পদের জন্য চিনকে পশ্চিমের দিকে নজর দিতেই হবে।

চিনা নৌবহরের পতাকার পেছনে চিনা বাণিজ্যের উপস্থিতি অনিবার্য। বাণিজ্য পতাকাকে অনুসরণ করে। সমুদ্রাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে মার্কিনীদের অনুকরণে চিনের নৌবহর এবং বাণিজ্য বহরকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। বাণিজ্যিক জাহাজগুলি নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নৌবহরের প্রযুক্তিগত দিক যথেষ্ট উন্নত হতে হবে এবং অবশ্যই চিনের এ কাজে দ্রুত অগ্রগতি যথেষ্ট ঈর্ষণীয় বিষয়। প্রসঙ্গত মার্কিনী নৌবহর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমল থেকে ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যথেষ্ট সক্রিয় থাকলেও এতদঞ্চলে চিনের উপস্থিতি এখন এক বড় চ্যালেঞ্জের বিষয়। ভৌগোলিক কারণেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চিনের চ্যালেঞ্জকে সামলানোর জন্য মার্কিনীদের ভারতের সহযোগিতাও যে বিশেষ প্রয়োজন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে এক শক্তিশালী রণনৈতিক মৈত্রী বন্ধনের উপর বিশেষত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভারত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মার্কিন নৌবহরের প্রধান অ্যাডমিরাল ফিলিপ ডেভিডশন।

ভারতের যাত্রীবাহী বিমানের উপর হংকং-এর নিষেধাজ্ঞা

গত রবিবার ১৮ এপ্রিল হংকং ভারতের যাত্রীবাহী বিমানগুলির হংকংয়ের মাটিতে অবতরণ করা নিষিদ্ধ করল। আপাতত এই নিষেধাজ্ঞা ১৪ দিনের জন্য জারি থাকবে। ভারত থেকে আগত বিমানগুলির যাত্রীদের মধ্যে জিন পরিবর্তিত ভাইরাসের অস্তিত্ব ধরা পড়ার জন্যই এই নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। হংকং-এর প্রশাসন ফিলিপাইনস এবং পাকিস্তানের বিমানের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। প্রসঙ্গত এর আগেও ভিস্তারা এবং এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানগুলির উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, হং কং প্রশাসন। বিমানযাত্রীদের মধ্যে করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব ধরা পড়ার জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল।

পূর্বসূরিরা ব্যর্থ হয়েছেন, আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারে সফল হবেন কী?

কঠিন প্রশ্ন। ইতিপূর্বে বারাক ওবামা, ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার মাঝপথে রণাঙ্গন ত্যাগ করে আমেরিকান সেনাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ঘোষণা করা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন, দীর্ঘ সময়কালব্যাপী এই যুদ্ধে আমেরিকাবাসীদের প্রাণ এবং অর্থক্ষতি ভিয়েতনাম যুদ্ধের রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে। যুদ্ধ জারি থাকলে এই ক্ষয়ক্ষতি আরও বাড়বে। আবার মাঝপথে মার্কিন সেনা দেশের মাটিতে ফিরে এলে, স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য এতদিনের চেষ্টাই হয়ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। এমন এক উভয় সংকট, যার কোনও সহজ উত্তর নেই। অপেক্ষা করতে হবে, শেষ পর্যন্ত বাইডেন প্রশাসন কতদূর সফল হতে পারেন।

এই মুহূর্তে আফগান প্রশাসন খুবই সঙ্কটাপন্ন। দুর্বল কেন্দ্রীয় প্রশাসন তাই যতটা সম্ভব বেশি অঞ্চল কবজা করতে তালিবানদের একের পর এক হামলা সুবিদিত ঘটনা। অস্ত্রের জোরে প্রশাসনকে পর্যুদস্ত করার নীতিতে বিশ্বাসী তালিবান জঙ্গিগোষ্ঠী। শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। দেশের ভবিষ্যতকে বর্তমান অস্থির অবস্থা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আয়োজিত সম্মেলনে যোগদানেও তালিবানেরা সম্মত হয় নি। এমন এক পরিস্থিতিতে বাইডেন প্রশাসন কোনও শর্ত ছাড়াই আমেরিকার সেনাবাহিনীর সেপ্টেম্বর নাগাদ আফগানিস্তান থেকে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। আমেরিকান সেনাদের প্রত্যাবর্তনের পর আফগান প্রেসিডেন্ট আশরফ গণিকেই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে একা লড়ার দায়িত্ব নিতে হবে। এমন দুঃসহ পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানের নাগরিক সমাজ বিশেষত মেয়েরা যে অধিকারগুলি অর্জন করেছিল তা সবই হয়তো খোয়া যাবে। আফগান নারীদের জীবন ফের আগের অবস্থায় ফিরে যাবার সম্ভাবনা খুবই প্রবল।

আশঙ্কা, আমেরিকান সেনা প্রত্যাহার এবং জঙ্গিদের ক্ষমতাবৃদ্ধি দক্ষিণ এশিয়ায় ভূরাজনীতির চরিত্র পাল্টাবে, পশ্চিম এশিয়ার জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিও নতুন উদ্যমে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুরু করবে। পাকিস্তানে আই এস আই নিয়ন্ত্রণাধীন জঙ্গিগোষ্ঠীও মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে বাইডেনের একতরফা ঘোষণায় ভারতেরও আফগান নীতি দ্রুত পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

ভারতই বিশ্বের ঔষধাগার

মোদী প্রশাসনের ফাঁকা আওয়াজ—"ভারতই বিশ্বের ঔষধাগার" আশ্বস্ত হওয়া যাচ্ছে না। করোনা ভ্যাকসিনের ঘাটতি পূরণের জন্য যা করনীয় ছিল, মোদী প্রশাসন তার কিছুই করে উঠতে পারে নি বললে সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না। প্রতিবেশি দেশ চিন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যা করা প্রয়োজন তাই করেছে এবং করছে। অপর বৃহৎ রাষ্ট্র আমেরিকা, বিপুল চাহিদা অনুমান করেই ভ্যাকসিন উৎপাদন সংস্থাগুলির স্বার্থে অগ্রিম বুকিং করেছে।

ভারত কোনও কিছু করে নি, কেবল দেশবাসীদের ফাঁকা আওয়াজ দেওয়া ছাড়া। অগস্ট মাসের মধ্যে দেশের ৪০ কোটি মানুষকে দুই ডোজ ভ্যাকসিন দেওয়ার ধারে কাছে উৎপাদন করার ব্যবস্থা ভারতে হচ্ছে না। দেশব্যাপী ভ্যাকসিনের বিপুল চাহিদার মধ্যে, কৌতুকের বিষয়, প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, আঠারো বৎসরের উর্ধে সকলেই ভ্যাকসিন নিতে পারবেন, তবে তার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। রাজ্যগুলিও ভ্যাকসিন কিনতে পারবে। তবে তাদেরই টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ ভ্যাকসিন জোগানোর সব দায় কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে জনগণের উপর চাপানোটাই মোদী সরকারের ভ্যাকসিন নীতির আসল কথা।

তাছাড়া দেশের বৃহত্তম ভ্যাকসিন উৎপাদনকারী সংস্থা সিরাম ইনস্টিটিউট সাফ জানিয়ে দিয়েছে—কেন্দ্রীয় সরকারকে ১৫০ টাকায় রাজ্য সরকারগুলিকে ৪০০ টাকায় কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে ৬০০ টাকায় ভ্যাকসিন দেওয়া যেতে পারে। এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় কেন এমন নির্বোধসুলভ সিদ্ধান্ত তা দুর্বোধ্য। আসলে সঙ্কীর্ণ রাজনীতিতে অভ্যস্ত বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দেশের মানুষের অসহায় ব্যবস্থা বিবেচনার মধ্যে না এনে, পরিকল্পিত ভাবে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরতেই বেশি আগ্রহী, যাতে আগামি দিনে তথাকথিত ''ডবল ইঞ্জিনে''র ঘোষিত নীতি জনতার সমর্থনপুষ্ট হতে পারে।

প্রশ্ন হল, সিরাম ইনস্টিটিউটের মূল্য সম্পর্কিত ঘোষিত নীতির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ জারি করায় অসুবিধা কোথায়? দেশের এই দুঃসময়ে ভ্যাকসিনের অধিকার প্রতিটি নাগরিকের অধিকার। —প্রতিটি নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করাটা ছিল সরকারের কর্তব্য। কিন্তু যে ভ্যাকসিনের মূল্য নির্ধারণ দিয়ে যে অনৈতিক ব্যবস্থা চালু হতে যাচ্ছে তার মধ্য দিয়ে তোষামুদে পুঁজিবান্ধব মোদি সরকারের শ্রেণি চরিত্রটাই আরও একবার উন্মোচিত হল।

বিধানসভা নির্বাচনে আর এস পি প্রার্থী

২৭ মার্চ, ২০২১

১) **ছাতনা** — কম. ফাল্গুনী মুখার্জী

১ এপ্রিল, ২০২১

২) **গোসাবা (এস সি)** — কম. অনিল চন্দ্র মন্ডল

৬ এপ্রিল, ২০২১

৩) **বাসন্তী (এস সি)** — কম. সুভাষ নস্কর

১০ এপ্রিল, ২০২১

৪) **কুমারগ্রাম (এস টি)** — কম. কিশোর মিনজ্

৫) **মাদারিহাট (এস টি)** — কম. সুভাষ লোহার

১৭ এপ্রিল, ২০২১

৬) **ময়নাগুড়ি (এস সি)** — কম. নরেশচন্দ্র রায়

২৬ এপ্রিল, ২০২১

৭) **জঙ্গীপুর** — কম. প্রদীপ কুমার নন্দী

৮) **কুশমন্ডি (এস সি)** — কম. নর্মদাচন্দ্র রায়

৯) **তপন (এস টি)** — কম. রঘু ওরাওঁ

১০) **বালুরঘাট** — কম. সুচেতা বিশ্বাস

২৯ এপ্রিল, ২০২১

১১) **বোলপুর** — কম. তপন হোড়

নির্বাচন ২০২১ : কিছু কথা কিছু ভাবনা

অমিতাভ চক্রবর্তী

প্রতিবারই শোনা যায় এই নির্বাচন পূর্ববর্তী নির্বাচন থেকে পৃথক। কথাটা কী ঠিক? অবশ্যই! সেই গ্রীক দার্শনিকের কথামতো আমরা নদীর যে জলে ডুব দিই, পরেরবার সেই জলটা আর পাই না। একচেটিয়ার যুগে পুঁজি স্রোতস্বিনী নদীর জলের মতো প্রবহমান না হলে টিকে থাকতে পারে না। করোনা পূর্ববর্তী সময়ের থেকে মহামারি কণ্টকিত সময়ের অর্থনৈতিক আঘাতগুলি আরও অনেক তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়েছে। এসব কার্যত মেহনতী মানুষদের পঙ্গু করে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। প্রভাত পট্টনায়কের মূল্যায়ন এখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক : 'আমি মনে করি বর্তমান বিশ্বায়নের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটা আসলে লগ্নির বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নের পূর্ববর্তী পর্যায়গুলিতে যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়কাল যার সম্পর্কে লেনিন বিস্তারিত লিখেছিলেন, তখন প্রতিটি নগর শক্তির একটা লগ্নিপুঁজির ভিত্তি ছিল, যা শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং যা এই শক্তিধর এলাকায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যে চলাচলে সক্ষম ছিল। এখন আমরা দেখছি বিশ্বায়িত পুঁজির কোনো নির্দিষ্ট দেশ ভিত্তি নেই এবং তা বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে বেড়ায় মুনাফার সন্ধানে। যার সঙ্গে শিল্পপুঁজির কোনো সম্পর্ক নেই অথবা নগর শক্তির উদ্যোগের কোনো মিল নেই। ঘটনা হলো সীমান্তের বেড়া পেরিয়ে চলাচল করা লগ্নির দুই শতাংশেরও কমের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় বিশ্বজুড়ে লগ্নির চলাচল কতটা অস্থির' [প্রভাত পট্টনায়ক : বিশ্বায়ন ও মহামারী]। অনেকেই মনে করতে পারেন ধান ভাঙতে শিবের গীত গাওয়া হচ্ছে—আদপেই সেটা নয়।

সীমানা পেরিয়ে লগ্নিপুঁজি এদেশে প্রবেশ করেছে বহুযুগ আগেই। আমরা যদি এমন মূল্যায়ন করি ভারতীয় জনতা পার্টি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ফ্যাসিবাদ বিকাশের সম্ভাবনাগুলি তীব্র হয়েছে—সেটা হবে অধিবিদ্যিক মূল্যায়ন। বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ভাইরাসের মতো ঘুরে বেড়ানো ফিনান্স পুঁজির কোনো ঠিকঠিকানা নেই এমন মূল্যায়নও সঠিক নয়। শকুনের দৃষ্টিতে মালিকরা তাদের পুঁজির উপর পর্যবেক্ষণ চালায়। একটি প্রচলিত কথা আছে, পুঁজির মালিকরা নিজের আত্মজর থেকেও বেশি পুঁজির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। ২০০২ গুজরাট দাঙ্গার পর সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সেদেশে অবাঞ্ছিত বলে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হবার পর তাঁকেই অঙ্কশায়ী করতে তারা বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করেনি।

নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছিলেন তিনি চৌকিদার। কিন্তু কাদের চৌকিদার সেটা খোলসা করে বলেন নি। —ঘটনা প্রমাণ করেছে তিনি বহুজাতিক ফিনান্স পুঁজির সবচেয়ে বিশ্বস্ত চৌকিদার। জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে পূর্বেকার সরকারগুলির থেকে অনেক বেশি নির্দয়ভাবে দলন করতে সমর্থ হয়েছেন। বিশ্বজুড়ে ফিনান্স পুঁজির আধিপত্যের অধীনে বিশ্বায়ন যাকে সাধারণত উদারনৈতিক বিশ্বায়ন বলা হয়, এখন এক প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁচেছে (প্রভাত পট্টনায়েক : তদেব)। বিশ্ব সঙ্কটের এই সময়ে ভারতের আর্থ সামাজিক অবস্থায় তার আঘাত পড়বে না এমন ভাবা ভুল। সংকটের মধ্য থেকেই শুরু হয়েছে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া—এখান থেকেই কালো আইনগুলির (নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০২১, এন আর সি, এন পি আর, কৃষি আইন, শ্রমকোড, নয়া শিক্ষানীতির) যাত্রা শুরু।

সবারই জানা আছে, আগস্ট ১৯৩৫—তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে ডিমিট্রভ ফ্যাসিবাদকে ফিনান্সপুঁজির সবচেয়ে আগ্রাসী, সবচেয়ে নির্মমরূপ বলে অভিহিত করেছেন। এই রকম একটি সংকটজনক অবস্থায় এরাজ্যের বামপন্থীদের একাংশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাজ্যের ক্রোনি ক্যাপিটালের অন্তরঙ্গ হওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন। সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন আসবে একটি অঙ্গ রাজ্যের হলেও তার আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ ছাড়া মার্কসীয় মূল্যায়ন সম্ভব কিনা। মহামারী চলাকালীন সময়ে লকডাউনের কারণে শ্রমজীবী মানুষরা কর্মহীন ও রোজগারহীন হয়ে পড়েছিল, তখন তাদের কাছে সহায়তা (বকেয়া মজুরি সহ) পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নিস্পৃহতার প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করা অন্যায় হবে। ভারতে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ৮ কোটি বাস্তবে যা ১৪ কোটির কাছাকাছি। ৫ জনের পরিবার ধরলে তারাই ভারতের মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশ। সংখ্যার দিক থেকে উত্তরপ্রদেশ, বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গের স্থান তৃতীয়।

ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর আত্মজদের রাস্তায় মৃত্যুর কথা তারা কোনদিনই ভুলে যাবেন না। এখানে নিউটনের তৃতীয় সূত্রটির কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। মহামারীর তাণ্ডবে আক্রান্ত মানুষদের রায় রেশনের চাল চুরি করে নেওয়া মা-মাটি-মানুষের সরকারের বিপক্ষে যাবে। পরিস্থিতির প্রখরতা অনুভব করে অন্যদের মতো বর্তমান প্রতিবেদকও উদ্বিগ্ন। বিকল্প অর্থনৈতিক ভাবনাহীন পেটিবুর্জোয়া নৈরাজ্যবাদীদের লেনিন এনার্কো সিন্ডিক্যালিস্ট বলে অভিহিত করেছিলেন। আরও একটি প্রশ্ন এই সময় বামদের একাংশর পক্ষ থেকে তোলা হচ্ছে—একটি মাত্র শত্রুর লড়াই করার জন্য স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে ঐক্য প্রয়াস। ১৮৭২-এর হেগ কংগ্রেসে মার্কস অভিযোগ করেন বাকুনিন শ্রেণি সংগ্রামের সুনির্দিষ্ট অবস্থার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নয়, তার জায়গায় তারা বসাতে চাইছে নিজেদের বিষয়ীগত ইচ্ছা, এবং সংগঠিত গণ আন্দোলনের পরিবর্তে আচমকা আক্রমণপন্থী ধ্যানধারণা। বাকুনিন নিজেও বলেছেন সে শুধু জানে একটিমাত্র বিজ্ঞান—ধ্বংস (মার্কস এঙ্গেলস রচনাবলী, খণ্ড ১৮ পৃ. ৪২২)। বিকল্প অর্থনৈতিক বক্তব্য ছাড়া কোনো একটি নির্দিষ্ট দলকে ভোট না দেবার আবেদন, জনান্তিকে বিকল্প হিসেবে অন্য একটি চরম দক্ষিণপন্থী দলকে বেছে নেওয়ার মধ্যে শ্রেণি সংগ্রাম অনুপস্থিত, পরিবর্তে আছে এক ধরনের বালখিল্যতা।

(২)

পুঁজির ভারসাম্যের পরিবর্তনের প্রভাব এরাজ্যের রাজনীতিতে পড়েছে। তার প্রমাণ এর পূর্বেও অনেকবার পশ্চিম বাংলায় নির্বাচন দেখেছে। ১৮৯৯-১৯০২ বুয়োর যুদ্ধের পর থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির রপ্তানিতে সংকট দেখা দেয়। সেই সময় ব্রিটিশ শাসিত ভারতে, বিশেষত বাংলা ও মহারাষ্ট্রে শিল্পপুঁজির ঘাটতি দেখা দেয়। সেই সময় বোম্বাই অঞ্চলের পার্সি ও কলকাতার বেনিয়া মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের মুৎসুদ্দিদের পুঁজিকে পাম্প করে শিল্পে ঢোকানোর প্রয়াস শুরু হয়, শেয়ার বাজারে প্রবেশের অধিকার অর্জনের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়কাল থেকে এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায় খাদ্য সামগ্রী মজুতের ব্যবসাকে অধিক গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে শুরু করে—কারণটা অবশ্যই কালোবাজারীর মধ্য দিয়ে চড়া মুনাফা অর্জন। ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগের কারণে পৃথক পাকিস্তানের প্রস্তাবক সে সময় বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক পাকিস্তানে চলে গেলে ড. প্রফুল্ল ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হন। মুখ্যমন্ত্রী হয়েই তিনি কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা ঘোষণা করেন। সেসময় ড. ঘোষ বিধানসভা বা বিধান পরিষদ কোনটারই সদস্য ছিলেন না। মুখ্যমন্ত্রীর কালোবাজারীর বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণায় শুধুমাত্র ব্যবসায়ীরা নয়, প্রদেশ কংগ্রেসে তাদের মুখপাত্র প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষ ও যাদবেন্দ্র পাঁজা গোষ্ঠী চরম অসন্তুষ্ট ও উদ্বিগ্ন ছিলেন (জয়া চ্যাটার্জী : দেশভাগের অর্জন)

এই সময় বীরভূমের একটি শূন্য আসনে ড. ঘোষ প্রার্থী হন। শুরু থেকেই প্রদেশ কংগ্রেস চূড়ান্ত অসহযোগিতার পথ অবলম্বন করেন। সেই সময় হিন্দু মহাসভার প্রার্থীর বিরুদ্ধে ড. ঘোষকে জেতানোর জন্য সমস্ত বামপন্থী নেতৃত্ববৃন্দ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে তাঁর নির্বাচনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নির্বাচিত হয়েই ৫ ডিসেম্বর ১৯৪৭ তিনি কিরণশঙ্কর রায়ের মতো প্রভাবশালীর বিরোধিতা উপেক্ষা করেই স্পেশাল পাওয়ার্স বিল উত্থাপন করেন। বিলের সপক্ষে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, চারটি কাজের বিরুদ্ধে এই আইন লাগু করা হবে— (১) সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে; (২) বেআইনি কাজে ব্যবহৃত অস্ত্র দখল করতে বাধা দিলে; (৩) চোরা কারবারী এবং অবৈধ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ; (৪) রাষ্ট্র বিরোধী কোনো কাজে যুক্ত থাকলে (স্বাধীনতা : ৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭)। দিল্লি সরকারেরও ভরসা তখন এই বেনিয়া গোষ্ঠীগুলি দলের শ্রেণি স্বার্থ বিরোধী কাজের জন্য ড. ঘোষ প্রধানমন্ত্রীরও বিরাগভাজন হয়ে পড়েন, যার পরিণতিতে তাঁকে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে (২২ জানুয়ারি ১৯৪৮) পদত্যাগ করতে হয়। প্রফুল্ল ঘোষ পর্ব এখানে শেষ হয়নি, ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে তিনি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চার প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন। ষাট-সত্তরের গণআন্দোলনে পশ্চিম বাংলা তখন উত্তাল। ১৯৬৭ সালে ১৫ মার্চ কংগ্রেস বিরোধী প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী হন প্রফুল্ল ঘোষ। যে সময়ের কথা আলোচিত হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে তখন শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র আন্দোলনে শুধু নয়, মজুত উদ্ধারে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। শ্রমিকরা অহিংস ঘেরাওয়ের পথ অবলম্বন করলে বিচলিত পুঁজিপতি মিল মালিকরা প্রফুল্ল ঘোষের শরণাপন্ন হন। অতীতের বেনিয়া ব্যবসায়ী বিরোধী প্রফুল্ল ঘোষ অবশেষে ব্যবসায়ীদের পক্ষে ষড়যন্ত্র করে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ১৬ নভেম্বর ১৯৬৭ রাতের অন্ধকারে রাজ্যপাল ধরমভীরা অজয় মুখার্জী মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করে প্রফুল্ল ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ান। সে কারণে রাজ্য সরকারগুলির গঠন প্রক্রিয়ায় পুঁজিপতিদের অমোঘ ভূমিকাকে অস্বীকার করার মতো মূঢ়তা আর হয় না—কথাটি সেদিনের মতো আজও সমানভাবে সত্য। এই ইতিহাস সংক্ষিপ্ত ভাবে হলেও স্মরণে রাখা ভাল।

দুর্নীতি না কর্পোরেট-জনগণ কোনটাকে বেছে নেবেন? আজকের চরম সংকটাকীর্ণ সময়ে জনগণের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ তীব্রতর রূপগ্রহণ করেছে। তার সঙ্গে দক্ষিণপন্থী দলগুলির উপর কর্পোরেট পুঁজির নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তারের দুর্দমনীয় প্রয়াস যুক্ত হয়েছে। সংঘাতটা দেশি-বিদেশি কর্পোরেটদের সঙ্গে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পুঁজির। ক্রোনি ক্যাপিটাল বা পরজীবী পুঁজি যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন কর্পোরেটের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো আত্মশক্তি পাবে কোথায়? সারদা-রোজভ্যালির মতো বড় বড় দুর্নীতিগুলি রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের প্রত্যক্ষ মদতে হয়েছে, যার ফলে এরাজ্যের লক্ষ লক্ষ পরিবার নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ফায়দা তোলার জন্য মাঝে মাঝে ঝুলি থেকে বিড়াল বার করে দেখাচ্ছে—যত দিন যাচ্ছে গরিব জনগণের টাকা ফেরত পাওয়ার আশা সুদূর পরাহত হয়েছে।

বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি এর বিরুদ্ধে তীব্র গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে—একথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে। মনে রাখতে হবে আন্দোলন অনেকটা ফুটবল মাঠের মতো। একবার চর্চা ও অনুশীলন ছেড়ে দিলে ময়দানে ফিরতে সময় লাগে, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-জড়তা এসে জমা হয়। অনেক আগে থেকেই বামপন্থীদের কাছে আন্দোলন ও সংগঠন প্রথম, দ্বিতীয় ও সর্বশেষ বিবেচ্য হওয়া উচিত ছিল। তা হলে এরাজ্যের মানুষ দুটি দক্ষিণপন্থী দলের দ্বিপাক্ষিক (binary) রাজনীতির শিকার হতো না।

দীর্ঘ গণআন্দোলনের ফলে এরাজ্যে যে সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে উঠেছিল বর্তমানে তা অন্তর্হিত। তৃণমূল, বিজেপি দুই দল সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে মৌলবাদী শক্তিগুলির উত্থান ঘটছে— ঘনীভূত হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প, যা গোটা সমাজকে কলুষিত করেছে—বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় দুর্বল হয়েছে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি। সাম্প্রতিক অতীতে বসিরহাট, আসানসোল, রানিগঞ্জ, নৈহাটি, কাকিনাড়া ও তেলিনিপাড়ার অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে দুই শাসক দলের ও প্রশাসনের মদতেই কলঙ্কজনক অধ্যায়গুলি সংগঠিত হয়েছে। বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি একে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় নি।

আগামী দিন বামপন্থীদের এই বিষয়ে একটি বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। অতীত ঐতিহ্য অনুসারে আপনি আপনার আক্রান্ত সংখ্যালঘু, দলিত ও আদিবাসীদের নিরাপত্তার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছেন কিনা তার পরীক্ষা দিতে হবে। এর ঐতিহাসিক দায়ও বামপন্থীদের—তা না হলে দেশ-মানুষ-মানবিকতা আবার সত্তর বছর পরে বিপন্ন হয়ে পড়বে।

সাম্প্রদায়িক বিভাজনের কারণ যে, অর্থনৈতিক সমীক্ষাগুলির মধ্যে নিহিত আছে বামপন্থীদের সেগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুরজিৎ দাস যুক্তিগ্রাহ্য অনুমানের ভিত্তিতে হিসেব করে দেখিয়েছেন প্রথম দু-দফা লকডাউনের ৪০ দিনে ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১৬ লক্ষ কোটি টাকা। সেন্টার ফর মনিটারিং ইন্ডিয়ান ইকোনমির হিসেব অনুসারে এদেশে নতুন করে কাজ হারিয়েছে ১২ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ। লকডাউনের ফলে ৬১ কোটি ভারতবাসী খরচ করার সামর্থ্য হারিয়েছেন। নিয়োগহীনতা কত তীব্র সেটা বোঝার জন্য এ তথ্যও যোগ করতে হবে কর্মক্ষম ৫০ কোটি ভারতীয়র মধ্যে ৪ কোটি লকডাউনের আগেই কর্মহীনতার শিকার হয়েছিলেন (রতন খাসনবিশ : কোভিড-১৯ লকডাউন ও উদারবাদ)। এ রাজ্যেও

মমতা ব্যানার্জীর শাসনকালে দীর্ঘ দশ বছর সময়কালে সরকারি প্রশাসনে, পুলিশে নিয়োগ কম হয়েছে। কলেজ, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা এবং পাঠাগারগুলিতে কোনো নিয়োগ না হবার ফলে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা রক্তাল্পতায় ভুগছে। ইসলামপুরের দাড়িভিট বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে দু'জন প্রাক্তন ছাত্রের মৃত্যু নিয়ে রাজ্য রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠেছিল। সেখানে বাস্তব অবস্থা ছিল, ১৯৫০ জন ছাত্রের জন্য ৭ জন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক ও ১৩ জন প্যারা টিচার। এই নৈরাজ্যকর অবস্থা থেকে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটানোর জন্য অনেকেই শুধুমাত্র কেন্দ্রের শিক্ষানীতির দোহাই দিয়ে দায় সারতে চায়। তারা আসলে গ্রামের গরিব ছাত্রদের তপ্ত তাওয়ার মধ্যে থেকে জ্বলন্ত উনুনে যেতে বলে। যথার্থভাবেই বামপন্থীরা বিকল্প নীতির কথা তুলে ধরেছেন—বিকল্প নীতি ছাড়া বামপন্থী আন্দোলন ইউটোপীয়ায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার সময় বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যের উপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে রেখেছিল ১ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সূত্র

এরপর ৪-এর পাতায়

কিছু কথা কিছু ভাবনা

৩-এর পাতার পর

অনুসারে বর্তমান বিদায়ী সরকার ৪.৯ লক্ষ কোটি টাকা জনগণের মাথার উপর চাপিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলার ডিডিপিতে এই ঋণের অংশ ৩৭.১ শতাংশ, যা ভারতের মধ্যে সর্বাধিক। ঋণের পরিমাণে সর্বোচ্চ স্থানে আছে উত্তরপ্রদেশ ৬.৬২ লক্ষ কোটি টাকা, এবং জিডিপিতে ঋণের অংশ ৩৩.১ শতাংশ বা দ্বিতীয় স্থানে মহারাষ্ট্র ৫.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা। এবং উল্লেখযোগ্যভাবে জিডিপিতে ঋণের হার ১৬.৭ শতাংশ। খড়্গ হাতে রাস্তাতে দাঁড়িয়ে থাকা উন্নয়ন নিয়ে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে বামপন্থীদের বিরোধ চিরায়ত। বামপন্থীরা প্রথমত মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্ব দেবেন—সবার হাতে কাজ—সবার পেটে ভাত। দ্বিতীয়, কর্পোরেট বা সাম্রাজ্যবাদী ফিনান্স পুঁজির বিরুদ্ধে বামপন্থীরা দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালাবেন। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারের এই ঋণের টাকার সমস্তটাই ব্যবহৃত হয়েছে অনুৎপাদক খাতে, কোন সামাজিক প্রকল্পে নয়, মেলা, খেলা, ক্লাবগুলির অনুদান, দুর্গাপূজার মতো খরচ, যা কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের ঝুলি ভরতে সাহায্য করেছে। বামপন্থীদের একাংশ কার্যত ভুলে থাকেন কাজী নজরুল ইসলামের উচ্চারিত সেই অমোঘ সত্যের কথা—(ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ চায় দুটো ভাত একটু নুন/বেলা বয়ে যায় খায়নিকো বাছা কচি পেটে তার জ্বলে আগুন)। তথ্য ও সত্যের থেকে বহুদূরে অবস্থান করা এই ইউটোপীয় বামপন্থীরা জনগণ থেকে বহুদূরে অবস্থান করেন।

খাদ্যের অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর প্রতিটা নাগরিককে খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বিনা পয়সায় রেশন দেওয়া কোনো দয়ার দান নয়—নাগরিকের অধিকারকে পূরণ করা। ক্ষমতায় আসীন হবার পরেই তৃণমূল সরকার, বাম সরকারের প্রত্যেকের জন্য রেশন কার্ড নীতিকে বাতিল করে বহু লোকের রেশনকার্ড বাজেয়াপ্ত করে। গায়ের দগদগে ঘাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে লকডাউনের সময়। পঞ্চাশের মন্বন্তরে প্রগতিশীল বামপন্থী কর্মী ও বুদ্ধিজীবীরা কলকাতা সহ বিভিন্ন স্থানে লঙ্গরখানা খুলে বিকল্প হাজির করেছিলেন। সেই ঐতিহ্যের কথা আজকের প্রগতিশীল মানুষ ও বামপন্থী কর্মীরা ভুলে যান নি। আশার কথা, লকডাউনের সময় ও আমফান পরবর্তী সময়ে তাঁরা এগিয়ে না এলে আর্ত মানুষদের কি অবস্থা হতো ভাবলে শিহরিত হতে হয়। কিন্তু ত্রাণ সাহায্য কোনো স্থায়ী কর্মসূচি হতে পারে না।

অতীতে বুভুক্ষু জনগণকে খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য বামপন্থীরাই জোতদারের গোলা লুট করতে সমর্থ হয়েছিল। ৫ মে ১৮৭৫ উইলহেল্ম ব্রাকেকে লেখা একটি ঐতিহাসিক পত্রে, মার্কস লেখেন 'এক ডজন তত্ত্বে'র থেকে একটি উদাহরণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আশা করব, নতুন প্রজন্মের বামকর্মীরা যারা, জীবনের সমস্ত উচ্চাশাকে পিছনে রেখে আদর্শকে সামনে রেখেছেন, তারা নতুন বিকল্পের প্রতিষ্ঠা করবেন। কাজটা কঠিন সন্দেহ নেই, কিন্তু সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সামন্ত-পুঁজিবাদী আমলাতান্ত্রিক লৌহ কপাটটাকে ঐতিহাসিকভাবে তারাই ভাঙতে পারেন।

একজন ওস্তাদ বুদ্ধিজীবী বেশ মজা করে বলেছিলেন বামেরা এইবার একটাও আসন পাবে না। ওস্তাদ কথাটি অহেতুক নয়, তিনি গণকণ্ঠাকুরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চেয়েছিলেন। যদিও 'বামেরা একটা আসন না পেলে তাদের কিছু যাবে আসবে না' এমন নৈরাজ্যবাদী তত্ত্বে বিশ্বাস করি না। সংকটের আবর্ত থেকেই বাম আন্দোলন বেরিয়ে আসে—বাম আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা এখনেই নিহিত। প্রসঙ্গত বাম আন্দোলন ফিনিক্স পাখি বা ডোডো পাখি নয়। মনে রাখতে হবে যে, সংকটের ঘূর্ণাবর্তে বিশ্ব ও দেশ প্রবেশ করেছে তার অনিবার্য ফলস্বরূপ দুনিয়া জুড়ে চরম দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

সংসদ, বিধানসভার ভিতরে ও বাইরের লড়াইকে সদর্থক রূপ দেবার মধ্য দিয়েই বাম আন্দোলনের পুনরুত্থান ঘটবে। নির্বাচনের ভাগ্যবিধাতা কাকে কটা আসন দেবে তা নিয়ে চর্চায় কোনো উৎসাহ বোধ করি না। তথাকথিত সেফোলজিস্টরা এই নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাটি করেন—কিন্তু নির্মোহ ও নিঃস্বার্থভাবে নয়। কিন্তু সাধারণভাবে তারা ফল মেলাতে পারেন না। কারণ আমাদের মতে পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে যেখানে অধিকাংশ প্রতিমুহূর্তের জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে বেঁচে থাকতে হয়। গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির স্থানীয় ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়লে নিঃস্ব মানুষগুলি স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বহুবিধ চাপ উপেক্ষা করতে পারে না। এর জন্য গ্রামাঞ্চলে তৃণমূল স্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতকে সুদৃঢ় করে তোলার সংগ্রাম করতে হবে।

স্থানীয় ভদ্রলোক বাবুদের নয়, সংখ্যালঘু দলিত আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্বকে আরও জোরদার করার প্রক্রিয়া চালাতে হবে। কারণ, এরাই গ্রামাঞ্চলে প্রকৃত সর্বহারা শ্রেণি, ২০১১ সালে বামপন্থার উদ্‌বর্তন নামে একটি নিবন্ধে যে কথাগুলি লিখেছিলাম তার পূর্বানুবৃত্তি প্রয়োজন মনে করি। 'নির্বাচনে বামফ্রন্ট পরাজিত হয়েছে একথা সত্য। নিবন্ধের শেষ পর্যায়ে আমাদের কিছু প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়—কিন্তু বামপন্থা? বাম মতাদর্শ? সংসদীয় পথের বাইরে ধ্রুপদী বাম মতাদর্শ মার্কসবাদে লেনিনবাদের বৈপ্লবিক মর্মবস্তু? এগুলি কী অপ্রাসঙ্গিত? সরলীকরণ না করেও উত্তর দেওয় যায়, না হয় নি।' (শিস : উৎসব সংখ্যা ২০১১)। কিন্তু বিগত এক দশকে যখন বিকল্প হিসেবে তীব্র বাম আন্দোলন গড়ে তোলা যায় নি, তখন এককথায় বলা হয়েছে।

কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাধার প্রশ্নে একদল বামেরা আবার অস্পৃশ্যতার মতো সংস্কারে জড়িয়ে পড়েছেন। অনেকেই আবার এমন বলছেন, বিহারে যদি হয়, এখানে হবে না কেন? প্রথম, বিহারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বামদের শক্তির বিষয়ীগত পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিহারে জোট হয়েছিল বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে। ক্ষমতাসীন শাসক দলের সঙ্গে নয়। কিছু আসন লাভ করার মাঝেও এটা সংগঠিত শক্তির জোরে এই আসনগুলি জয়লাভ করেছে।

১৯৬৭ সালে লোহিয়ার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ত্রিদিব চৌধুরী লেখেন : 'আমরা অনুভব করছিলাম জাতীয় স্বার্থ জনগণের সাধারণ স্বার্থকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কংগ্রেস বিরোধী ফ্রন্ট গঠন করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া দল স্বতন্ত্র ও জনসংঘের সঙ্গে জোট বাধা ঠিক হবে না।' (দি কল ২৪ অক্টোবর ১৯৬৭)। রাজনীতি কোন অসাড় বিষয় নয়, চলমান; মাত্র এক দশকের কম সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি সে দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরশাসনের ফলে আক্রান্ত বামরা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে জোটে সামিল হল। সেদিনের সিদ্ধান্তকে যারা আজকের সঙ্গে তুলনা করে (জরুরি অবস্থার সময় জনসঙ্ঘের সঙ্গে যাওয়া) একীভূত রূপে দেখেন, তারা দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ করেন না—তারা প্রকৃতই ভাববাদী।

ঐক্য একটি প্রক্রিয়া, কথায় নয় প্রয়োগে অত্যন্ত সযত্নে গড়ে তুলতে হয়। ক্ষুদ্র গোষ্ঠী স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে এই কাজ একমাত্র বামপন্থীরাই করতে পারেন। জার্মান দেশের উল্লেখ করে ডিমিট্রভ বলেছিলেন, জার্মান দেশে ফ্যাসিবাদকে কী প্রতিহত করা যেত না। অবশ্যই একাংশের উপর স্বল্পশায়ী প্রেতের মতো চেপে বসে থাকা পেটিবুর্জোয়া নেতৃত্ব এরাজ্যের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। এরা ৩৬৪ দিন একসঙ্গে চললেও ভোটের সময় পৃথক হাঁড়ি—ফলে জনগণের কাছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এরাই আবার যখন বৃহত্তর ঐক্যের ডাক দেন, তখন হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে যাওয়ার প্রচলিত বাক্যটা মনে করায়।

লেনিন দেখিয়েছেন এককালের মার্কসবাদী কাউটস্কি প্রতিক্রিয়ার পথ অবলম্বন করতে কায়েমী স্বার্থান্বেষীতে পরিণত হয়েছিলেন। ১৯১৯-এর জানুয়ারিতে সামরিক অফিসারদের হাতে রোজা লুক্সেমবার্গ ও কার্ল লিবনেখ্‌ট খুন হবার পর কাউটস্কি ফিলিস্টাইন বিলোপের শরণ নেন।' ইতিহাসের নিয়মেই এই ফিলিস্টাইন বামপন্থীরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বেন। তারাই টিকে থাকবেন যারা, মেহনতী মানুষদের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারবেন—জীবন জয়ের যুদ্ধের ধ্বজাকে উর্দ্ধে তুলে ধরে রাখতে সক্ষম হবেন। অর্থনৈতিক সংকট আরও তীব্র বেগে এসে রাজনৈতিক সংকটের রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে। ফল যাই হোক না কেন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সংগ্রামের মঞ্চে অবতীর্ণ হতে হবে—যুক্তফ্রন্টকে আরও প্রসারিত করার চেষ্টা চালাতে হবে। সামনে আরও কঠিন লড়াই কমরেড, তার জন্য দরকার ব্যারিকেড।

আর এস পি সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি

আমাদের দেশ এবং রাজ্য নতুন করে করোনা বা কোভিড-১৯ সংক্রমণের আতঙ্কজনক বৃদ্ধি ঘটে চলেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে অনুজীবী গতবছরের তুলনায় অনেক বেশি আগ্রাসী এবং মারাত্মক। দেশ ও জাতির চরম দুর্ভাগ্য যে একটি অ-সংবেদনশীল সরকার কেন্দ্রীয় ক্ষমতায়। শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করে মেরুকরণ সম্ভব করে সংঘ পরিবারের স্বৈরাচারী শাসন বলবৎ রাখাই একমাত্র উদ্দেশ্য। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারও একই অচল মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। এদের উভয়ের কাছে জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা করার যথার্থ পদক্ষেপ আশা করাও অবাস্তব। করোনা সংক্রমণ দেশজুড়ে ইতিমধ্যেই নতুন করে বহু অসহায় মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়েছে। হাসপাতালে শয্যা নেই, মুমূর্ষ রোগীর জন্য অক্সিজেন নেই। প্রতিষেধক টিকা নেই। শ্মশানগুলিতে ন্যূনতম সম্মানসহ সৎকার করার ব্যবস্থা নেই। মৃত প্রিয়জনের দেহ গাদাগাদি করে অপরিচ্ছন্ন স্থানে রাখা হচ্ছে আর মোদি-শাহ চক্র সোনার বাংলা গড়ার সম্পূর্ণ মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে রাজ্যের নানাস্থানে বিপুল অর্থের জোরে হাজার হাজার মানুষকে জড়ো করে আরও বেশি সংক্রমণ ছড়িয়ে দেবার অপকর্ম করেই চলেছে। তৃণমূলের অপকর্মের বিবরণ অপ্রয়োজনীয়। কোন দল বাংলার মানুষের ওপর আধিপত্য স্থাপন করবে বা বজায় রাখবে তাই নিয়ে শতাধিক জনসভা ও রোড শো সংগঠিত করেই চলেছে। এই অবস্থার মধ্যেই লক্ষ লক্ষ ভক্তদের হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় যোগ দেবার অনুমতি দিয়ে সমস্যা গভীরতর করে তুলেছে মোদি সরকার। আর এস পি দেশ ও রাজ্যের এমন দুরবস্থায় গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করছে। অন্যান্য বহুবিধ কর্তব্য পালনের আশা এই সব অপশক্তির কাছে করি না। কিন্তু অন্ততপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী জমায়েতগুলি অবিলম্বে সম্পূর্ণ বন্ধ করার দাবি জানাই। সংযুক্ত মোর্চা যেভাবে সাধারণের স্বার্থরক্ষায় সমস্ত সভা ইত্যাদি বন্ধ করেছে। নিছক ভোটের জন্য জনজীবন বিপর্যস্ত করা থেকে বিরত থেকেছে। আর এস পি নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানাচ্ছে যে অবিলম্বে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসকেও সব সমাবেশ বন্ধ করতে বাধ্য করা হোক। মানুষের জীবন নরক করে গণতন্ত্র রক্ষা কখনোই সম্ভব নয়।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের রাজ্য নেতৃত্বের বিবৃতি

রাজ্যের কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন, শিল্প ভিত্তিক ফেডারেশন, অন্যান্য সংগঠন সমূহের পক্ষ থেকে এক যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে সারা দেশে ও রাজ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে কোভিডের সংক্রমণ ঝড়ের গতিতে বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের উদাসীনতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এই বিপদ বৃদ্ধি করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ ঝড়ের গতিতে আছড়ে পড়েছে। দেশজুড়ে হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালগুলিতে এখনও যথেষ্ট কোভিড চিকিৎসার পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায় নি। মানুষ হাসপাতালগুলিতে বেডের অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। দেশের ১৩০ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র কয়েক কোটি মানুষের টিকাকরণ করা হয়েছে। ভ্যাকসিনের অভাবে হন্যে হয়ে অসংখ্য মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক্ষেত্রেও সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

ইতিমধ্যে বেশ কিছু রাজ্য থেকে হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ কাজ করছেন। চটকল, চা বাগান, কয়লা খনি, পরিবহন সহ সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সহ শিল্পাঞ্চলে ছোট, বড়, মাঝারি অসংখ্য কারখানাতে যেখানে শ্রমিকরা কাজ করছেন—আমাদের দাবি :

১) যেখানে উৎপাদন হচ্ছে সেখানে কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে উৎপাদন চালু রাখতে হবে এবং বিনামূল্যে দ্রুত শ্রমিকদের কোভিড টীকাকরণ ব্যবস্থা সরকার ও কর্তৃপক্ষকে করতে হবে।

২) কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারকে সার্বজনীন করোনা টীকাকরণ ও বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা দ্রুত করতে হবে এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য বীমা বন্ধ করা চলবে না।

৩) আয়করহীন ও কর্মহীন শ্রমজীবী পরিবার ও পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য, পরিবার পিছু মাসিক ৭৫০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হবে।

৪) লকডাউন ২০২০ সময়ে শ্রমিকদের বকেয়া লকডাউন ওয়েজ যা বাকী আছে দিতে হবে। এবিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারকে করতে হবে।

৫) দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভ্যাকসিনের উৎপাদন ও প্রয়োজনে বাইরে থেকে আমদানি করতে হবে ও দ্রুত টীকাকরণের কাজ শেষ করতে হবে।

১-এর পাতার পর

শঙ্খ ঘোষের জীবনাবসান

এই তবে কবির কাজ, কবির ধর্ম, অভিপ্রায়। অতন্দ্র প্রহরীর মতো সমস্ত রিক্ততা থেকে শূন্যতা থেকে জীবনের জয়গান—আঘাত থেকে হেনে ওঠা—জাগিয়ে তোলা।

শঙ্খ ঘোষ তাঁর নিজের বোধের উপর নির্ভর করে সত্যের অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন। কোনদিন কোন পার্টির ভিতরে থেকে তিনি নিজেকে দেখতে চাননি, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে অকপটে জানিয়েছিলেন তাঁর পার্টির মেম্বারশিপ না নেওয়ার কথা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে তাঁর উত্তরে বলেছিলেন 'শোনো যদি লিখতে চাও বাইরে থেকেই করো।' দশকের পর দশক জুড়ে লাজুক কবি থেমে থাকেননি তাঁর প্রতিভার বহুগামিতাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে। জরুরি অবস্থা জারি থেকে সাম্প্রতিক সময়ে কবি শঙ্খ ঘোষের কলম বারে বারে ঝলসে উঠেছে। তিনি তাঁর প্রতিবাদকে রংয়ের কাছে লুকিয়ে রাখেন নি।

''ক্ষমতার উৎস থেকে ক্ষমতার মোহনা—যা বলো—
সে সেবল ক্ষমতাকে দাপিয়ে বেড়ানো ক্ষমতায়।''

শুধু লিখে থেমে থাকেননি বুধ সমাবেশে।

রাজ্যে শাসক পরিবর্তনের পরে তিনি লিখে ফেলেন

''আমি তো আমার শপথ রেখেছি
অক্ষরে অক্ষরে
যারা প্রতিবাদী তাদের জীবন দিয়েছি
নরক করে''
কিংবা
যথার্থ এই বীরভূমি—
উত্তাল ঢেউ পেরিয়ে এসে
পেয়েছি শেষ তীরভূমি।
দেখ খুলে তোর তিন নয়ন
রাস্তা জুড়ে খড়্গ হাতে
দাঁড়িয়ে আছে উন্নয়ন।
কিংবা
বুকে হেঁটে যায় দিন আর তার শিয়রে
চলেছি আমি
ভুল হয় যদি তবু বলি আজও—মাপ
করো গোস্তাকি—
প্রতিটি লহমা উপড়ে নিচ্ছে সব পথ,
তবু জেনো
স্বপ্নের থেকে স্বপ্নকে নিলে স্বপ্নই
থাকে বাকি।

শঙ্খ ঘোষের অন্তরে রক্তক্ষরণের প্রতিচ্ছবি সময়ে সময়ে জন্ম দিয়েছে প্রতিবাদের কবিতার। কবিতার বহিরঙ্গের কাঠামো থেকে নয় আত্মপীড়নের যন্ত্রণা হয়ে উঠেছে কবিতার মধ্যে প্রতিবাদের ভাষা। তবে কি শঙ্খ ঘোষ ছিলেন শুধু ''প্রতিবাদী কবি''??? এই শব্দ বন্ধনে কবি শঙ্খ ঘোষকে কোনদিনই আটকে রাখা যায় না, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের নির্যাস তাঁর কবিতায়, গদ্যসাহিত্যে, সম্পাদনার কাজে বারেবারে প্রকাশ পেয়েছে। বাঙালির ঘোর দুর্দিনে তিনি ছিলেন যথার্থ অভিভাবক, জাগ্রত বিবেক, অসময়ে তিনি কোথায় বলতে হবে আর কখন থামতে হবে জানতেন। তিনি বলেছিলেন ''এতো বেশি কথা বলো কেন?'' চুপ করো শব্দহীন হও!'' আসলে কথা বলা আর চুপ করে মৌন থাকাও সময়ের নিরিখে প্রতিবাদ। ২০০২ সালে গুজরাট গণহত্যার প্রেক্ষিতে তিনি লিখেছেন

রাজপথে ছুটেছিল যেদিন উলঙ্গ
নারীদল
এবং স্তনের শীর্ষে গাঁথা হাজার ত্রিশূল
যেদিন কবন্ধ মদভান্ড রেখে ডানপাশে
নিজের মুন্ডের চোখ খুঁজেছিল
টেবিলের নীচে

কিংবা শেষ দুটো লাইন

মুখেরা ফসিল আর যেদিন ফসিলই হল
মুখ
সেদিন কি জানতে চাও তাহলে কবির
ধর্ম কী?
কিংবা

তিসরা ঝাঁকি কবিতায় তিনি অবলীলায় লিখে ফেলেন

পঁচিশ বছর আগে উঠেছিল এই
সোর—
'ইয়ে তো পহেলা ঝাঁকি হ্যায়'
দুসরা ঝাঁকি ছিল বুঝি গুজরাতের
অন্ধকারে
মুছে দেওয়া ন্যায়-অন্যায়।
আজ মনে হয় যেন সত্তর বছর পর
ঠিক-ঠিক সবাই স্বাধীন—
গরিবি কোথাও নেই, ভুখা নেই
কোনোখানে
সামনে শুধু স্বচ্ছ আচ্ছে দিন।
তিসরা ঝাঁকি দিকে দিকে, কোনোখানে
কালবুর্গি
কোথাও-বা গৌরী লঙ্কেশের
খরা জরা জলস্রোতে রক্তস্রোতে
ভেসে যায়
স্বপ্ন যত ভবিষ্য দেশের।
গলায় মুণ্ডুর মালা তাথৈ তাথৈ নাচে
গোটা দেশ হয়েছে ভাস্বর—
আজ সে-পরীক্ষা হবে আমরা শুধু
শববাহক
না কি কোনো সত্যভাষী স্বর!

আজ এক দারুণ দুর্বিপাকের মুহূর্তে গোটা পৃথিবী, স্বদেশে আজ ধর্মীয় ফ্যাসিস্ট শক্তির তাণ্ডব আর একদিকে মারণব্যাধি আর চরম অনৈতিকতার নাগপাশে আক্রান্ত মূল্যবোধ আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে তাঁর আশিতম জন্মদিনে তাঁর অনুজপ্রতিম কবিবন্ধু অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর শতায়ু কামনা করে কবিতা লিখেছিলেন

শঙ্খ ঘোষের প্রয়াণে কম. মনোজ ভট্টাচার্যের বিবৃতি

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় কবি সাহিত্যিক এবং সর্বোপরি বর্তমান বিপ্রতীপ সময়ে মূর্ত প্রতিবাদে বিনম্র অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভূমিকায় সদাজাগ্রত এক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনন্য ব্যক্তিত্ব শঙ্খ ঘোষের প্রয়াণ হৃদয়বিদারক এক অনুভূতি। এমন বিরল ব্যক্তির পরিণত বয়সে চলে যাওয়ায় একান্ত অসময়ে চলে যাওয়া। তিনি ছিলেন আর তিনি নেই, এই দুইয়ে দুই মহাসাগরের ব্যবধান।

এমন মানুষের চলে যাওয়া যেন দেশের বিবেকবোধে এক মহাশূন্যতার বিষয়। আক্রান্ত সাধারণ মনন। বিকৃত সমাজ সংস্কৃতি। তিনি ছিলেন এসবের অবসানে সদা তৎপর এক বিনম্র সেনাপতি। তিনি শুধুই কবি সাহিত্যিক, কৃতবিদ্য অধ্যাপকমাত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক মহীরুহসম অমলিন ব্যক্তিত্ব। মানবিকতার পক্ষে আপসহীন এক প্রকৃত মানুষ। এমন মানুষের প্রয়াণ আমাদের বিহ্বল করে, ভাষা হারিয়ে যায়। আমাদের বিনীত শ্রদ্ধা ও অবিমিশ্র ভালবাসা এমন মানুষের স্মৃতির প্রতি। উনি আমাদের দীর্ঘকাল জাগিয়ে রেখেছেন। এখনও সেই কথাগুলি আমাদের জাগিয়ে রাখবে।

জঙ্গিপুরে বামফ্রন্টের আর এস পি প্রার্থী কম. জানে আলম মিঞা

৫৮ নং জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত আর এস পি প্রার্থী কম. প্রদীপ নন্দীর আকস্মিক মৃত্যুর পর ২৬ এপ্রিলের ভোটগ্রহণ স্থগিত হয়ে গেছে। নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আগামী ১৩ মে মুর্শিদাবাদ জেলার ২টি আসনে উপনির্বাচন হবে। ওই দিনটি সম্ভবত ঈদ-উল-ফিতর্ উৎসব। এমনও হতে পারে যে, পরের দিন অর্থাৎ ১৪ মে ঈদ হবে। পবিত্র রমজান মাসের শেষে এই উৎসবটি ইসলাম ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সেই দিকে লক্ষ রেখে আর এস পি সহ বামফ্রন্টের দলগুলি নির্বাচন কমিশনের কাছে ভোটগ্রহণের দিনটির পরিবর্তন দাবি করে।

অবশেষে নির্বাচন কমিশন স্থির করেছে যে, আগামী ১৬ মে জঙ্গিপুর এবং সামশেরগঞ্জে ভোটগ্রহণ করা হবে। আর এস পি'র পক্ষ থেকে এই নির্বাচনে ৫৮নং জঙ্গিপুর কেন্দ্রে প্রার্থী কম. জানে আলম মিঞা। কম. জানে আলম এবং সংযুক্ত মোর্চার কর্মী ও নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই নির্বাচনী প্রচারে সামিল হয়েছেন।

আর এস পি'র বিশিষ্ট নেতা কম. প্রদীপ নন্দীর জীবনাবসান

আজীবন সংগ্রামী, জঙ্গীপুরের শ্রমজীবি মানুষের নেতা, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রণী কর্মী কম. প্রদীপ নন্দী গত শুক্রবার ১৬ এপ্রিল ২০২১ সন্ধ্যায় বহরমপুর মাতৃসদন করোনা হাসপাতালে কোভিড-১৯ আক্রান্ত অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এবার ৫৮ জঙ্গীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সংযুক্ত মোর্চার আর এস পি প্রার্থী হিসেবে তিনি তীব্র লড়াই শুরু করেন। বহরমপুর-জঙ্গীপুর সহ জেলার সর্বত্র তাঁর আকস্মিক প্রয়াণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বাম-কর্মী, দরদী বন্ধু সহ আপামর জনসাধারণ শোকে-দুঃখে-বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। কম. প্রদীপের উদ্দেশ্যে তাঁরা বিপ্লবী জনোচিত শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের উদ্দেশ্যে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য এবং পার্টির রাজ্য সম্পাদক কম. বিশ্বনাথ চৌধুরী দ্রুত শোকবার্তা প্রেরণ করেন। ষাটের দশকের মধ্যভাগে দুর্বার ছাত্র-যুব আন্দোলনের চূড়ায় উজ্জ্বল হয়ে রইল ছাত্র নেতা কম. প্রদীপ নন্দীর নাম। কলেজে শিক্ষাগ্রহণকালে কলকাতায় পি এস ইউ অফিসে থাকার সময় সারাক্ষণের দলীয় কর্মী হিসেবে গড়ে ওঠার জীবনচর্যা শুরু হয়। নিজেকে দেশ ও দলের প্রয়োজনে সঁপে দেওয়ার ব্রত শুরু হয়। তৎকালীন রাজনীতির আঁকা-বাঁকা পথ ধরে কম. প্রদীপ নন্দীর জীবন এগিয়ে চলে। পাশাপাশি তিনি আইনের পাঠ শেষ করেন। চড়াই-উৎরাই-এর মধ্য দিয়ে চলতে চলতে ইমার্জেন্সিকালে কম. প্রদীপ নন্দী মিসায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৭৫ সালে কয়েক মাসের জন্য জেলের অভ্যন্তরে তাঁর জীবন কাটে। শত কষ্টের মাঝে কখনও তিনি আত্মসমর্পণ করেন নি। বিপ্লবী সমাজবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

জঙ্গীপুরে ফিরে এসে আইনজীবি হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। পৌর কর্মী মেথর ঝাড়ুদার ও সমাজের অবহেলিত শ্রেণির মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাপকতর আন্দোলন গড়ে তোলেন। একই সঙ্গে সাহিত্য- সংস্কৃতি-নাট্য আন্দোলনে যুক্ত হন। জঙ্গীপুর আর এস পি সম্পাদক এবং পার্টির জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। সুবক্তা হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর নিরলস শ্রম, আত্মত্যাগ, অধ্যবসায় মুর্শিদাবাদ জেলা পার্টি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। আধুনিক প্রজন্মের কাছে দৃষ্টান্ত বলে তা উপস্থাপিত করে।

কম. প্রদীপ নন্দী এবং কম. মেঘনাথ সাহার স্মরণসভা

আর এস পি এবং জয়েন্ট কাউন্সিল মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে কম. প্রদীপ নন্দী এবং কম. মেঘনাদ সাহার স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। গত ১৮ এপ্রিল রবিবার আর এস পি'র পুরনো অফিসে বিকেল ৩টার সময় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। কম. নির্মল সরকার এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। কম. প্রমথেশ মুখার্জী, কম. বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, কম. প্রবীর দে, কম. সুমন মৈত্র, কম. তড়িৎ ব্রহ্মচারী, কম. শ্যামলিমা সরকার, কম. বিজন মৈত্র, কম. কানাই সান্যাল উভয় কমরেডের স্মৃতিচারণ করেন। বেদনাবিধুর এই সভায় কম. মেঘনাথ সাহার আন্দোলনমুখী জীবন ও কর্মধারার ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। জীবনের অপর নাম আন্দোলন—এই সত্য মেঘনাদের জীবনে উদ্ভাসিত হয়। চার দেওয়ালে ঘেরা অফিসে সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন এবং অবসরপ্রাপ্ত (কর্মচারীদের) পেনশনার্সদের আন্দোলন কম. মেঘনাদের জীবনকে গরিমামণ্ডিত করে তুলেছিল। কম. মেঘনাদ সাহা নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। বক্তারা তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। কম. প্রিয়া প্রামাণিক, কম. পূজা সাহা, কম. বিকাশ রায় এই সভায় কম. প্রদীপ নন্দী এবং কম. মেঘনাদ সাহার স্মৃতিতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

কলকাতা দূরদর্শনে সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে আরএসপি'র মিহির পাল-এর বক্তব্য

সুধী নাগরিকবৃন্দ,
আর এস পি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই। কঠিন আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। আজ ১ শতাংশ ধনকুবেরের পাহাড়প্রমাণ সম্পদ বৃদ্ধির পাশাপাশি অনাহার, অর্ধাহার, দারিদ্রে দিন কাটাচ্ছে দেশের কোটি কোটি মানুষ। এই রাজ্যের চিত্রও দেশের থেকে আলাদা নয়। শ্রম বনাম পুঁজির দ্বন্দ্বে রাজ্য ও কেন্দ্র দুই সরকারই পুঁজির পক্ষে কাজ করছে। সরকারের নীতিতে বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টির বদলে চলছে শ্রমিক ছাঁটাই। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলিতে লক্ষ লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগ হচ্ছে না। চাকরির বিভিন্ন পরীক্ষা নিয়মিত হচ্ছে না, নিয়োগে চলছে চরম অনিয়ম। কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই স্থায়ী কর্মী নিয়োগ বন্ধ করতে চায়। রাজ্যে শ্রমিকদের কাজের নিশ্চয়তা ও অধিকার বিপন্ন। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমবিধি বিপদ আরও বাড়িয়েছে। অন্নদাতা কৃষকরা দেনার দায়ে বিপর্যস্ত। চাষের খরচ বাড়ছে, ফসলের দাম পাচ্ছে না। অভাবী বিক্রিতে বাধ্য হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ মানছে না। রাজ্যের এ পি এম সি আইন ও কেন্দ্রের নয়া কৃষি আইনে কৃষিক্ষেত্রে পুঁজির অনুপ্রবেশ সুগম করা হয়েছে। দেশজুড়ে চলছে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন। কেন্দ্র রেগা প্রকল্পে বরাদ্দ কমিয়েছে, রাজ্যে এই প্রকল্পে চলছে দুর্নীতি।

অপুষ্টি দূর করতে রেশনের মাধ্যমে সকলের পেট ভরা, পুষ্টিকর খাবারের নিশ্চয়তা প্রয়োজন। কেন্দ্রের কৃষি আইনে খাদ্য নিরাপত্তা ও রেশন ব্যবস্থা বিপন্ন। রাজ্য সরকারও রেশনে বরাদ্দ কমানোর পাশাপাশি ডিজিটাল কার্ডের নামে বৈষম্য সৃষ্টি করছে।

বেসরকারিকরণের নীতিতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকার প্রসারের বদলে সংকোচন হচ্ছে। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির বদলে দুই সরকারই বীমা ব্যবস্থায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সুবিধে করে দিচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগে অচলাবস্থায় রাজ্যের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার মান অবনত হচ্ছে। কেন্দ্রের নয়া শিক্ষানীতিও বেসরকারিকরণের মাধ্যমে বৈষম্য বাড়িয়ে তুলবে। প্রাকৃতিক সম্পদে পুঁজির দখলদারি পরিবেশ ধ্বংস করছে। জল-জমি-জঙ্গল-খনিতে জনসমাজের অধিকার খর্বিত হওয়ায় তাদের জীবিকাও বিপন্ন হচ্ছে।

সংযুক্ত মোর্চা দুই সরকারের এই জনবিরোধী নীতির বিকল্প পথে চলতে দায়বদ্ধ। সংযুক্ত মোর্চা সরকার মানে

- নিয়মিত চাকরির পরীক্ষা ও মেধার ভিত্তিতে শিক্ষকসহ সব শূন্যপদ পূরণ।
- শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা, পরিযায়ী শ্রমিকদের পৃথক দপ্তর
- রেগা প্রকল্পে বছরে দেড়শোদিন কাজ, মজুরি বৃদ্ধি ও শহরে এই প্রকল্প চালু হওয়া।
- কেন্দ্রের কৃষি আইন এই রাজ্যে কার্যকরী না হওয়া, রাজ্যের এ পি এম সি আইন বাতিল হওয়া, খরচের দেড়গুণ কৃষকের ফসলের দাম পাওয়ার নিশ্চয়তা, চাষের খরচ কমা, কৃষকের থেকে সরাসরি সরকারের ফসল কেনার ব্যবস্থা, সমবায় ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া।
- সকলের জন্য রেশন, ২ টাকা কেজি দরে মাসে পরিবার পিছু ৩৫ কেজি চাল বা আটা, বাজার থেকে কম দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা।
- জনসাধারণের অনেকে চিটফাণ্ড প্রতারিত। তাঁদের গচ্ছিত অর্থ ফেরৎ দিতে হবে।
- জনস্বাস্থ্যের সব দায়িত্ব সরকারের, বিনামূল্যে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ।
- রাজ্য বাজেটের অন্তত ২০ শতাংশ শিক্ষায় বরাদ্দ এবং ফি নিয়ন্ত্রণ। ক্যাম্পাসে মুক্ত চিন্তা ও গণতন্ত্রের পরিবেশ ফিরিয়ে আনা।
- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা, ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুতের দামে ভর্তুকি।
- পরিবেশ বান্ধব বিকল্প উন্নয়নের পরিকল্পনা।

নীতির প্রশ্নে তৃণমূল ও বিজেপি'র মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সংযুক্ত মোর্চা সরকার মানে দলবদলের খেলা নয়, নীতি বদলের লড়াই। জাতের লড়াইকে পরাস্ত করে রুটি রুজির লড়াইকে শক্তিশালী করতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আর এস পি প্রার্থীদের কোদাল ও বেলচা চিহ্নে এবং রাজ্যের প্রতিটি কেন্দ্রে বাম-কংগ্রেস-ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি নিয়ে গঠিত সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়ী করার জন্য আর এস পি'র পক্ষ থেকে আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ।

কলকাতা দূরদর্শনে সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে আর এস পি'র অমল নায়েক-এর বক্তব্য

সুধী নাগরিকবৃন্দ,
আর এস পি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই। কঠিন আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। অর্থনীতি আজ মন্দার কবলে। দেশের জিডিপি বৃদ্ধির বদলে, কমছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় লাভের গুড় যেমন কয়েকজন ধনকুবের পায়, তেমন মন্দার ফল ভোগ করে আমজনতা। তাই আজ ১ শতাংশ ধনকুবেরের পাহাড়প্রমাণ সম্পদ বৃদ্ধির পাশাপাশি অনাহার, অর্ধাহার, দারিদ্রে দিন কাটাচ্ছে দেশের কোটি কোটি মানুষ। এই রাজ্যের চিত্রও দেশের থেকে আলাদা নয়। শ্রম বনাম পুঁজির দ্বন্দ্বে রাজ্য ও কেন্দ্র দুই সরকারই পুঁজির পক্ষে কাজ করছে। সরকারের নীতিতে বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টির বদলে চলছে শ্রমিক ছাঁটাই। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলিতে লক্ষ লক্ষ শূন্য পদে নিয়োগ হচ্ছে না। রাজ্যে টেট, এস এস সি, পি এস সি সহ চাকরির বিভিন্ন পরীক্ষা নিয়মিত হচ্ছে না, নিয়োগে চলছে চরম অনিয়ম। কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই স্থায়ী কর্মী নিয়োগ বন্ধ করতে চায়। রাজ্যে শ্রমিকদের কাজের নিশ্চয়তা ও অধিকার বিপন্ন। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম আইনগুলি বাতিল করে শ্রমবিধির মাধ্যমে অবাধে শ্রমিক ছাঁটাই, কম. মজুরিতে বেশি সময় শ্রমিককে খাটানোর একচেটিয়া অধিকার মালিককে দিয়েছে। দুটি সরকারই পুঁজির স্বার্থে শ্রমের বাজার সস্তা করতে চায়। দেশের ৯০ শতাংশেরও বেশি শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত। রাজ্য সরকার অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের কাজ ঠিকমতো করছে না। কেন্দ্রীয় সরকারও তাদের সামাজিক সুরক্ষাগুলি কেড়ে নিতে চাইছে। আশা, আই সি ডি এসসহ বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মীরা আজও সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি পান নি। অন্য রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের প্রতি দুই সরকারেরই উদাসীনতা লকডাউনের সময়ে পরিষ্কার হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের এই নীতি বদলাতে এবারের বিধানসভা ভোটে সংযুক্ত মোর্চা সরকার প্রয়োজন। যে সরকার প্রতি বছর চাকরির পরীক্ষা নেবে, মেধার ভিত্তিতে প্রতিটি শূন্যপদে নিয়োগ করবে। ন্যূনতম দৈনিক মজুরি হবে ৭০০টাকা, অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত, বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ভাতা বৃদ্ধি এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বার্থে পৃথক মন্ত্রক তৈরি করবে। অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

অন্নদাতা কৃষকরা আজ বিপন্ন, বেড়ে চলেছে কৃষক আত্মহত্যা। রাজ্যের কৃষকরা ফসলের দাম পাচ্ছে না, সরকারও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বীজ, সারসহ প্রতিটি জিনিসের দাম বাড়ায় রাজ্যের কৃষকরা আজ দেনার দায়ে ডুবতে বসেছে। কিষাণ মান্ডি কৃষকদের বদলে একশ্রেণির দালালের উপকার করছে। রাজ্যে অধিকাংশ ফসলের ক্ষেত্রেই ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করে কৃষকের থেকে সরাসরি ফসল কেনার সরকারি ব্যবস্থা নেই। কৃষক বাজার অর্থনীতির অসহায় শিকার। সরকারের পক্ষ থেকে ফসল কেনার যেটুকু ব্যবস্থা রয়েছে তাও ত্রুটিপূর্ণ। সরকারি ঘোষণা মতো সব ব্লকে কিষাণ মান্ডি হয় নি। যেখানে হয়েছে সেখানেও কৃষকরা বিশেষ উপকৃত হচ্ছে না। রাজ্য সরকার ২০১৪ ও ২০১৭ সালের আইনের মাধ্যমে কৃষকদের বিপন্ন করে কৃষিতে পুঁজি অনুপ্রবেশের পথ সুগম করেছে। কৃষক দেনার দায়ে জমির মালিকানা হারাচ্ছে, জমির পাট্টা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি কৃষি আইনের মাধ্যমে সমগ্র কৃষি ব্যবস্থায় কর্পোরেট আগ্রাসনের পথ মসৃণ করেছে। আগামীদিনে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ফসল কেনার সরকারি ব্যবস্থাই উঠে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পরিণামে কৃষকদের জমির মালিকানাও হারানোর আশঙ্কা। কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন চলছে। দুটি সরকারই স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ মানছে না। কৃষিক্ষেত্রে পুঁজির দাপটে গ্রামীণ অর্থনীতি আজ গভীর সঙ্কটে। বাড়ছে গ্রামীণ বেকারত্ব। সংযুক্ত মোর্চা কেন্দ্রীয় কৃষি আইন এরাজ্যে কার্যকরী না করতে দেওয়া ও রাজ্য সরকারের কৃষক বিরোধী আইন বাতিলে দায়বদ্ধ। সংযুক্ত মোর্চা সরকার মানে কৃষকের ফসলের অভাবী বিক্রি বন্ধ করে খরচের দেড়গুণ দাম পাওয়ার নিশ্চয়তা, জমির পাট্টা পাওয়া, কৃষি ও ফসল বিপণনে সমবায় ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া। সংযুক্ত মোর্চা সরকার মানে অন্নদাতার অন্নের নিশ্চয়তা। রাজ্যে রেগা প্রকল্পে চলছে দুর্নীতি। কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে রেগা প্রকল্প তুলে দিতে চাইছে। সংযুক্ত মোর্চা চায় 'রেগা প্রকল্পে' বছরে অন্তত দেড়শো দিনের কাজ, মজুরি বৃদ্ধি এবং শহরেও এই প্রকল্প চালু করতে।

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে পেছনের সারিতে থাকা এদেশের প্রতিটি নাগরিকের পেটভরা, পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব। তার জন্য রেশনের মাধ্যমে সকলের সুষম খাদ্যপণ্যের নিশ্চয়তা প্রয়োজন। অথচ, রাজ্য সরকার রেশনে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ কমিয়েছে। ডিজিটাল রেশন কার্ডের নামে চলছে ভেদাভেদ ও অনিয়ম। কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি আইনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও রেশন ব্যবস্থা ধ্বংস করতে চাইছে। খাদ্য সুরক্ষা আইনও লঘু করার চেষ্টা চলছে। আধার সংযোগসহ নানা নিয়মের বেড়াজালে কোটি কোটি মানুষকে রেশন ব্যবস্থা থেকে সরকার ছেঁটে ফেলতে চায়। পাশাপাশি সংযুক্ত মোর্চা চায় রকমারি কার্ডের নামে ভেদাভেদ নয়, সকলের জন্য রেশন। সংযুক্ত মোর্চা সরকার মানে ২ টাকা কেজি দরে মাসে পরিবার পিছু ৩৫ কেজি চাল বা আটা, বাজার থেকে কম দামে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা।

রাজ্যের অধিকাংশ মানুষের আয় কমছে, জিনিসের দাম বাড়ছে। রাজ্য সরকার দাম নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন বদলে কেন্দ্রীয় সরকার কালোবাজারি ও মজুতদারিকে অবাধ করেছে। খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে চলেছে। পেট্রল, ডিজেল, কেরোসিন, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ছে। তৃণমূলের আমলে রাজ্যে বিদ্যুতের দাম বহুগুণ বেড়েছে। কেন্দ্রের নয়া বিদ্যুৎ আইনে বেসরকারিকরণ ও দাম বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়েছে। সংযুক্ত মোর্চা সরকার মানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা, ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলে ভর্তুকি। করোনা অতিমারি প্রমাণ করেছে যে, সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়িত্ব না নিলে, স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণ উৎসাহিত হলে মানব সভ্যতাই বিপন্ন হবে। সরকারি উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন।

বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহার
প্রকাশিত হয়েছে — দাম ৫ টাকা

কর্পোরেট স্বার্থে তৃণমূল ও বিজেপি'র ঘৃণ্য চক্রান্ত রুখতে মানুষের স্বার্থে বামগণতান্ত্রিক ঐক্য সুদৃঢ় করুন

প্রকাশিত হয়েছে — দাম ১০ টাকা

বামপন্থা-সেকাল একাল
—মনোজ ভট্টাচার্য
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে
—— দাম ১৫ টাকা——
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন

কলকাতা দূরদর্শনে সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে আর এস পি'র রাজীব ব্যানার্জীর বক্তব্য

নমস্কার,

সুধীবৃন্দ, বিগত এক বছরের বেশি সময় ধরে করোনা নামক মহামারীর বিরুদ্ধে সমগ্র মানব সভ্যতার সংগ্রাম চলছে। ঠিক এই সময়ে আমাদের রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে এবারের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসন, নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম। স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট রাজ-এর অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে সুধী নির্বাচকমণ্ডলী আপনাদের এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সর্বশক্তি নিয়োগ করতেই হবে।

কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারটিও যে কার্যত কর্পোরেটের স্বার্থবাহী এবং এটি কোন দিক থেকেই জনস্বার্থ রক্ষার্থে আগ্রহী নয় তা আপনারা গত 2020 সালের 23 মার্চ অপরিকল্পিত লকডাউন ঘোষণার পর থেকেই ক্রমাগত টের পেয়েছেন। বিগত এক বছরে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের আয় কমেছে কিন্তু বৃহৎ দেশীয় কর্পোরেট সংস্থাগুলির আয় অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি লোকসভায় পেশ করা সর্বশেষ বাজেট থেকেও এটা সুস্পষ্ট যে মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারটি আয়ের এই বৈষম্যকে আরও প্রসারিত করতেই বেশি আগ্রহী।

নিরপেক্ষতার সাথে বিচার করলে মাননীয় নির্বাচকমণ্ডলী, আপনাদেরকেও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হবে যে, তৃণমূল কংগ্রেসের ন্যায় বিজেপিও তাদের সমালোচনা সহ্য করতে পারে না। সমালোচনা বা সরকারের নীতির বিরোধিতা করলেই তা দেশদ্রোহীতার সমতুল করে দেখাতেই মমতা, মোদি-শাহরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ইউ এ পি এ বা এন আই-এর ন্যায় দানবীয় সকল আইনকে অপব্যবহার করে হয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে নতুবা প্রতিবাদী কণ্ঠকে হত্যা করা হচ্ছে। রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বে থাকা শক্তি ও দেশ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা শক্তিটি উভয়েই আজ পশ্চিমবঙ্গ ও দেশের গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা, বহুত্ববাদের সংস্কৃতিকে দুর্বল করা, গণতান্ত্রিক পথে অহিংস প্রতিবাদ আন্দোলনকে সংবেদনশীল মনোভাবের পরিবর্তে রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা দমন-পীড়ন করার সমদোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে। আর এস পি'র পক্ষ থেকে তাই সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকবৃন্দকে রাজ্যের এহেন পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের আবেদন জানাই। কর্পোরেটের স্বার্থরক্ষার প্রত্যক্ষ মদতদাতা এই দুই রাজনৈতিক শক্তি শ্রমিক-কৃষক-ক্ষেতমজুর- ছাত্র-যুব-মহিলা সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে সদর্থক পদক্ষেপ যে নেবে না, তা সুধীবৃন্দ আপনাদের কাছে সুস্পষ্ট।

তাই, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনগণের স্বার্থে আপনাদের চেতনার কাছে আমাদের আবেদন, আসন্ন নির্বাচনে রাজ্যের প্রতিটি কেন্দ্রে সংযুক্ত মোর্চার সকল শরিকদের জয়যুক্ত করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসুন। কেন প্রতি কেন্দ্রে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের জয়ী করার জন্য আপনাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছে আর এস পি? সচেতন নাগরিক মাত্রই এই প্রশ্ন আসবেই, আসাটাই স্বাভাবিক। তাই, সংযুক্ত মোর্চার নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের সরকার গঠিত হলে সেই সরকারের শরিক হিসেবে আর এস পি যেসকল কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে চায় তা এই পরিসরে আপনাদের কাছে বিচারের প্রত্যাশায় নিবেদন করছে—

১) গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও সমস্ত বিরোধীদের মত প্রকাশের অধিকার সুনিশ্চিত করা। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি কঠোরভাবে মেনে চলা। প্রতিযোগিতামূলক সংস্কৃতির পরিবর্তে রাজ্যে সহযোগিতামূলক সংস্কৃতির বাতাবরণ গড়ে তোলা। মহিলা কমিশন, লোকায়ুক্ত, রাজ্য নির্বাচন কমিশন, মানব অধিকার কমিশন, প্রেস কাউন্সিল, তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত কমিশনগুলিকে স্বাধিকার সহ সব জেলায় চালু করা। সব জেলায় লোকপালের দপ্তর চালু করা।

২) সরকার গঠনের এক বছরের মধ্যে সরকারি, আধা-সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নিয়োগ ও রাজ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরগুলিতে নিয়মানুযায়ী মেধা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সকল শূন্যপদে স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করা।

৩) বেকার যুবক যুবতীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে শক্তিশালী স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু করা।

৪) অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য সহজ ঋণের ব্যবস্থা করা।

৫) চাষকে লাভজনক করতে সরকারের তরফে বীজ, সার সরবরাহ ও সেচের প্রসার ঘটানো। কৃষিপণ্যের কেনাবেচার জন্য সমবায় সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবন ঘটানো। কৃষকের জন্য কেবল এককালীন ঋণ মকুব নয়, ফসলের দেড়গুণ দামের নিশ্চয়তা, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকের কাছ থেকে সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি ফসল ক্রয় করা।

৬) রাজ্যের APMC অ্যাক্ট বাতিল করা। কারণ সেগুলিও কৃষককে কেন্দ্রের কৃষি আইনের মতো একইরকম বিপদের দিকে ঠেলে দেবে। কেন্দ্রের তিনটি কৃষি আইন রাজ্যে কার্যকর না করা।

৭) রেগা প্রকল্পটি গ্রামের পাশাপাশি শহরে চালু করা এবং ১০০ দিনের পরিবর্তে ১৫০ দিনে উন্নীত করা।

৮) ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামীণ জনগণ বিশেষত গরিবদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করা।

৯) শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দিনে ৪০০-র পরিবর্তে ৭০০ টাকা হিসেবে মাসে ২১ হাজার টাকা করা। প্রবাসী তথা পরিযায়ী শ্রমিকদের ও অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য আলাদা দপ্তর ও বিশেষ সুরক্ষা প্রকল্প চালু করা। বন্ধ কারখানা, বন্ধ চা বাগান, বন্ধ চটকল ও অন্যান্য সকল বন্ধ শিল্পের শ্রমিকদের জন্য মাসে ২,৫০০ টাকা ভাতা, রেশন চালু করা, সরকারি প্রকল্পগুলিতে কর্মরত সকল কর্মীদের নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো ও সমস্ত রকমের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা। সকল অসংগঠিত, প্রবাসী তথা পরিযায়ী শ্রমিকের নাম নথিভুক্ত করার কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া। অন্য রাজ্যে কর্মরত শ্রমিকদের সাথে নিয়মিত সংযোগ রক্ষায় রাজ্য সরকারের তৎপরতা বৃদ্ধি।

১০) খাদ্য সুরক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা ও সর্বজনীন রেশন ব্যবস্থা চালু করা, গরিবদের জন্য দুই টাকা কেজি দরে চাল বা আটা প্রতি মাসে 35 কেজি করে পরিবারপিছু সরবরাহ করা। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজার থেকে কম দামে রেশনের মাধ্যমে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা। সর্বত্র বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।

১১) ছোট ও মাঝারি শিল্পের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি বৃহৎ শিল্প গড়ার উদ্যোগ নেওয়া। তথ্য, জৈব প্রযুক্তি ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের সম্ভাবনাগুলির সদ্ব্যবহার করা। এছাড়া ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, হস্তশিল্প, পর্যটন শিল্প, তথ্য ও প্রযুক্তি শিল্প, চা, চটকল, ইস্পাত, ইলেকট্রনিক, অটোমোবাইল, বিদ্যুৎ, সিমেন্ট, চামড়া, বস্ত্র শিল্প স্থাপনের প্রয়াস জারি রাখা। নির্দিষ্ট এলাকায় সহমত তৈরি করে পরিবেশগত প্রভাবের কথা বিচার করে শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মেনে চলা।

১২) বিনামূল্যে সকলের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া, জনস্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা। ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা।

১৩) বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা। 200 ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলে সরকারি ভর্তুকির ব্যবস্থা করা। তাপবিদ্যুৎ-এর সাথে সাথে সৌরবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ, বায়ুর সাহায্যে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন অপ্রচলিত বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটানো।

১৪) শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্য বাজেটের অন্তত কুড়ি শতাংশ বরাদ্দ করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা আনা, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরও সুসংহত, উন্নত ও প্রসারিত করা, বৃত্তিমূলক, কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা।

১৫) সমকাজে সমমজুরি চালু করা। নারী নির্যাতন, গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধে শহরে ওয়ার্ড বা বরোতে এবংগ্রামের ক্ষেত্রে ব্লক স্তরে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলা।

১৬) স্টেট ফিন্যান্স কমিশনের পুনরুজ্জীবন ঘটানো। রাজ্য সরকার পরিচালিত সংস্থাগুলির রুগ্নতা দূরীকরণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ এবং রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নিজস্ব ব্যাংক স্থাপন।

১৭) সমবায়ের প্রসার ঘটানো, সমবায়ের মাধ্যমে অনলাইন বিপণন চালু করা এবং একাজে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহিত করা।

১৮) চিটফান্ডে প্রতারিতদের গচ্ছিত টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

১৯) বন্যা প্রতিরোধ সুন্দরবনের নদী বাঁধ ও অসমাপ্ত সেচ প্রকল্পগুলি শেষ করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।

২০) আদিবাসী এলাকায় সমবায় ল্যাম্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে বনজ সম্পদ সংগ্রহে জোর দেওয়া,ক আদিবাসীদের অরণ্যের অধিকার রক্ষার্থে পদক্ষেপ নেওয়া, বন রক্ষা কমিটিগুলি পুনরুজ্জীবিত করা।

২১) সরকার জলাশয়, খাল বিল ও নদীতে মৎস্য সমবায়গুলিকে স্বল্পমূল্যে চুক্তি সাপেক্ষে লিজ দেওয়া।

২২) মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে গুচ্ছ চাষ ও সামবায়িক চাষে উৎসাহিত করা।

২৩) ছোট ব্যবসায়ীদের জি এস টি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে রাজ্য সরকারের বিশেষ সেল তৈরি করা।

২৪) কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টির লক্ষ্যে কমার্শিয়াল লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করে রাজ্যের সর্বত্র দু চাকার অ্যাপ ক্যাব চালু করা।

২৫) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে তৎপর থাকা এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিল্পায়ন ও নগরায়নের সামিল থাকা।

মাননীয় সুধীবৃন্দ, আমরা আর এস পি'র পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে আবেদন জানাই যে, আজ নয়া উদারবাদী অর্থনীতির বিকল্প পথে হেঁটে আসুন, সমগ্র বিশ্বের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করি। এক নতুন পথের দিশা দেখানোর সরকার গঠন করতে সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত বামফ্রন্টের আর এস পি প্রার্থীদের কোদাল বেলচা চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়ী করি এবং জনস্বার্থে গৃহীত ইস্তাহারকে রূপায়িত করে গরিব, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের বাঁচার লড়াই ও স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে তুলি। নমস্কার

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জরুরি ভিত্তিতে চটকল সংকটের সমস্যা সমাধানের দাবি জানান কম. অশোক ঘোষ

এবছর এখনও পর্যন্ত রাজ্যের চটকলগুলিতে করোনার দাপটে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা সেভাবে গত বছরের লকডাউন পর্বের মতো হ্রাস না পেলেও কাঁচা পাটের অভাবে ভুগছে রাজ্যের চটকলগুলি। গত বছর প্রথমত আমফানের দুর্যোগে বিশাল পাটচাষের কৃষিজমিতে উৎপন্ন পাট নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তদুপরি লকডাউন পর্বে অন্যান্য রাজ্যের জন্য জরুরী ভিত্তিতে বোরো ধান এবং ত্রাণ সামগ্রী বহনের জন্য যত শীঘ্র সম্ভব উৎপাদন হওয়ায় মজুত কাঁচাপাটের অসম্ভব ঘাটতি দেখা গেছে। চটকলগুলির মালিকদের সংগঠন ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য, কম করেও গত বছর সারা দেশের চটকলগুলির ক্ষতি হয়েছে ১২৫০ কোটি টাকা।

সমস্ত রাজ্যে এবং কেন্দ্রে চটের বস্তার চাহিদা সত্ত্বেও উৎপাদন না করতে পারার ফলে ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রায় ২০টি চটকলে সাময়িক লকআউটের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

ইউ টি ইউ সি'র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কম. অশোক ঘোষ, কাঁচাপাটের ঘাটতির সমস্যার ফলস্বরূপ যেভাবে চটকলগুলিতে বাধ্য হয়ে উৎপাদন হ্রাস করা হচ্ছে এবং বজবজ জুটমিলের মতো সাসপেন্সন অফ ওয়ার্কের আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ছে, অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানান।

জুট কমিশনার কাঁচাপাটের সমস্যা মেটাতে কোনো জুটমিলে অতিরিক্ত কাঁচাপাট মজুতের উপর বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। আবার ইতিপূর্বে এরাজ্যে যব, ভুট্টা ইত্যাদির এম এস পি কাঁচা পাটের তুলনায় বেশি হওয়ার ফলে পাটচাষিদের একাংশ পাটচাষের বদলে ভুট্টার চাষ শুরু করে কয়েক হাজার হেক্টর জমিতে। পাট উৎপাদন কম হওয়ার জন্য খোলা বাজারে পাটের দাম চড়ছে বলে আবার অনেকেই ভুট্টার বদলে পাটচাষে ফিরতে শুরু করেছেন। অন্যদিকে পাটচাষিদের সহায়তায় সরকারি আই-কেয়ার প্রকল্পটি পুরোদমে চালু না হলে, অনেক চাষিই এর আওতার বাইরে থেকে চাষের পুঁজি জোগাড় করতে পারছে না। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে কম দামে পাটের আমদানি শুরু হওয়ায় রাজ্যের পাটচাষিরা সংকটে। পাটের চাহিদার জন্য পাটের মজুতদারিতে যেমন ফাটকাবাজারি শুরু হয়েছে, অন্যদিকে চটকলগুলির আধুনিকিকরণের জন্য যথেষ্ট ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়া যাচ্ছে না বলেও অভিযোগ করে আই জে এম এ।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত পত্রে ইউ টি ইউ সি'র সর্বভারতীয় সম্পাদক জানান যে এই রাজ্যের অর্থনীতির প্রায় ভিত্তিস্বরূপ এই শিল্প কখনও কাঁচাপাটের বাজারের ওঠানামা-ফাটকাবাজি, পুঁজির অভাবে পাটচাষির পাট উৎপাদনে অনীহা, সর্বোপরি চটকলের মালিকদের কারখানার শ্রমিকদের মজুরি, বোনাস, প্রভিডেন্ড ফান্ড, অবসরকালীন ভাতা ও গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিরোধ জিইয়ে রাখা ইত্যাদির কারণে চটকলের ধারাবাহিক সংকটের সমাধানের লক্ষ্যে সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করা আবশ্যক। কম. অশোক ঘোষের আশঙ্কা সংক্রমণের জন্য যে ভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, ভোটপর্ব মিটলে কাঁচাপাটের ঘাটতি এবং অন্যান্য সমস্যার জন্য প্রায় ২০টি চটকলে বজবজের মতো সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক বা সাময়িক লেআফ ঘোষিত হতে পারে। জরুরী ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান কম. অশোক ঘোষ।

Vol. 68 Issue No. 34 শনিবার ২৪ এপ্রিল ২০২১ আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

দূরদর্শনের সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে পিএসইউ রাজ্য সম্পাদক কম. মহ: নওফল সফিউল্লার বক্তব্য

সুধী নাগরিকবৃন্দ,
আর এস পি রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের সকল নির্বাচক মণ্ডলীকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বর্তমানে আমাদের দেশ ও রাজ্যে সংকটময় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে সপ্তদশ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন চলছে। ইতিমধ্যে অতিমারির কবলে বহু মানুষকে আমরা হারিয়েছি। এখনো সেই করোনা আবহ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি। অপরিকল্পিত লকডাউনের ফলে ভিনদেশে কর্মরত অসহায় শ্রমিকেরা খাদ্যের অভাবে, পয়সার অভাবে বাসস্থানের অভাবে নিজ নিজ গ্রামে ফেরার তাগিদে রেললাইন ধরে হাঁটতে শুরু করে কেউ কেউ ফিরলেন, অনেকে না ফেরার দেশে চলে গেলেন।

দেশের সরকার তার দায় নিলেন না। লোকসভায় দাঁড়িয়ে দেশের শ্রমমন্ত্রী বললেন, তাদের কাছে কোনো তথ্য নেই কতজন শ্রমিক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। এই সময় যখন অর্থনীতি তলানিতে, জিডিপি ২৪ শতাংশ ঋণাত্মক, বেকারত্ব বিগত ৪৫ বছরের রেকর্ড অতিক্রম করেছে, ১৪ কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন, বাজারে ক্রয়-বিক্রয় নেই, লেনদেন বন্ধ, অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী আর্থিক হাল ফেরাতে মানুষের হাতে টাকা যোগান দেওয়া সরকারের কর্তব্য, কিন্তু সরকার সেই পথে না হেঁটে উল্টো পথে হাঁটলেন। দেশের মানুষ যখন ঘরে বন্দী, পারস্পরিক দূরত্ব বিধি মেনে চলছেন, প্রয়োজন মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া, তা না করে এই সুযোগে দেশের সরকার সমস্ত সাংবিধানিক রীতি নীতি লঙ্ঘন করে লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থাগুলিকে বিক্রি করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। আমাদের দেশের ব্যাংক, বীমা, বি এস এন এল, কয়লা খনি, ইস্পাত শিল্প রেল পথ, বিমানবন্দর সহ জল, জমি, জঙ্গলের অধিকার কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া অর্থাৎ দেশের সম্পত্তিকে বেসরকারিকরণ করা বা বিক্রি করার পথে হাঁটলেন। প্রচলিত শ্রম আইনকে নস্যাৎ করে চারটি নয়া শ্রম কোড প্রণয়ন করা হলো। এবং কার্যত এতদিন যাবৎ দেশের শ্রমজীবী মানুষ শ্রম আইনের মাধ্যমে যে সুরক্ষার সুযোগ ছিল তা হরণ করা হলো। কাজের সময় বাড়িয়ে, স্থায়ী চাকরির প্রথা রদ করে ঠিকা প্রথা চালু করা, যখন খুশি নিয়োগ, ইচ্ছে মতো ছাঁটাই অর্থাৎ Hire & Fire নীতি চালু করে মালিকদের মর্জির উপর শিল্প, কলকারখানা চালু করার ছাড়পত্র দিয়ে শ্রমজীবী জনগণের অধিকার খর্ব করা হলো কর্পোরেটদের স্বার্থে যা দেশের পক্ষে ভয়ংকর বিপজ্জনক অপরদিকে নয়া কৃষক আইন প্রত্যাহারের দাবিতে রাজধানীর বুকে লড়াই সংগ্রামে অবতীর্ণ কৃষকেরা, ইতিমধ্যে ২০০ কৃষক শহীদ হয়েছেন সরকারের টনক নড়ে নি। উৎপাদিত কৃষিজ ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পাওয়া, বিদ্যুতে ভর্তুকি, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন চালু রাখা ও চুক্তিচাষের বিরুদ্ধে কৃষকেরা অনড়, কিন্তু সরকার বদ্ধপরিকর এই আইনের মধ্য দিয়ে কর্পোরেটের স্বার্থ রক্ষা করতে। একইভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে কর্পোরেট মুখাপেক্ষী করে দেশের শিল্প, শিক্ষা, কৃষি সহ সর্বপ্রকার পরিষেবা থেকে দেশের সরকার হাত গুটিয়ে, আপামর সাধারণ মানুষকে নিরন্ন অসহায় করে তুলতে চাইছেন।

দেশের মানুষ ভুলে যায় নি ২০১৪ সালে বিজেপির লোকসভা নির্বাচনী ইশতেহারে সুদিনের স্বপ্ন ফেরি করে বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরি, নগদ ১৫ লক্ষ টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়া কিংবা জিনিসপত্রের দাম কমানোর কথা আজ মিথ্যে প্রতিশ্রুতি ও ভাঁওতা প্রমাণিত। প্রতিদিন মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও রান্নার গ্যাসের দাম হু-হু করে বাড়ছে 'সবকা সাথ সবকা বিকাশে'র নামে 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি' ধনী আরও ধনী গরীব আরও গরীব হচ্ছে।

দেশের সরকার তার অপদার্থতা আড়াল করতে উগ্র জাতীয়তাবাদকে আশ্রয় করে ধর্মীয় বাতাবরণের আবহে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে বিভাজন নীতি গ্রহণ করেছে। ফলত দেশের বহুত্ববাদ, কৃষ্টি, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। ভারতীয় জনতা পার্টির এই মানুষমারা সর্বনাশা নীতির অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করাই এই নির্বাচনের অন্যতম লক্ষ্য।

পাশাপাশি গত দশ বৎসরে আমাদের রাজ্যে কোনো নতুন শিল্প গড়ে ওঠেনি। রাজ্যে তৃণমূল সরকার আয়োজিত দেশে বিদেশে শিল্প মেলায় শিল্পের চর্চা হলেও কার্যত রাজ্যে শিল্পের আকাল দেখা দিয়েছে। একটার পর একটা কলকারখানা বন্ধ হয়েছে। বন্ধ কলকারখানা খোলার কোনো উদ্যোগ রাজ্য সরকার গ্রহণ করে নি। জেসপ, ডানলপ, বার্ন স্ট্যান্ডার্ড, এ্যালয় স্টীল, ব্রিজ এন্ড রুফ সহ কিছু চটকল ও চা বাগান আজও বন্ধ। রাজ্যের চটকল ও চা বাগান শ্রমিকদের জীবন জীবিকা চরম দুর্দশাগ্রস্ত। অবসর গ্রহণের পরও প্রাপ্য গ্র্যাচুইটির অর্থ মালিকেরা সময় মতো প্রদান করছে না। আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে পিএফ, ই এস আই-এর টাকা আত্মসাৎ করছে। ফলে চিকিৎসা ও সামাজিক সুরক্ষা থেকেও শ্রমিকেরা বঞ্চিত হচ্ছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রেও সামাজিক সুরক্ষার ন্যূনতম সুযোগ সুবিধে থেকে শ্রমিকেরা বঞ্চিত। রাজ্য সরকার নির্বিকার। গত দশ বৎসর এ রাজ্যের সরকার কেবল খেলা, মেলা, উৎসব আর দান-খয়রাতি করতে ব্যস্ত থেকেছে।

করোনা আবহ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকারের অসহায়তা। হাসপাতালে শয্যা নেই, অক্সিজেনের যোগান নেই, এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা নেই, মানুষ দিশাহারা সরকার সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ।

সমাজে দুর্যোগ বা বিপর্যয় নেমে এলে বেসরকারি ব্যবস্থাপনা যে সুরক্ষা দিতে পারে না তা আজ প্রমাণিত। আসলে তৃণমূল দলের নেতা মন্ত্রী থেকে সকলেরই দুর্নীতি আজ সর্বজন বিদিত। সারদা, নারদা সহ কয়লা খাদান, বালি খাদানের কাটমানি, আমফান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ত্রাণের সামগ্রী চুরি সহ গোটা তৃণমূল দলটাই দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। আইনের শাসনের পরিবর্তে প্রশাসন ব্যবস্থাটাই দলদাসে পরিণত। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ধুলায় লুণ্ঠিত। বিজেপি ও তৃণমূলের প্রতিদিনের দলবদলের পালায় রাজ্যের মানুষ ক্লান্ত শ্রান্ত। এই দুইদলের কার্যকলাপে সংবিধান, গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা আজ প্রশ্নের মুখে। এই দুই শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ মানুষকেই রুখে দাঁড়াতে হবে।

এহেন পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বাম ও সহযোগী কংগ্রেস ও ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্টের ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংযুক্ত মোর্চা নির্বাচনে অবতীর্ণ বিকল্প অর্থনৈতিক কর্মসূচির দায়বদ্ধতা নিয়ে। রাজ্যে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, শূন্যপদে নিয়োগ, টেট, পি এস সি, এম এস সির নিয়মিত পরীক্ষা ও মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ছোট ও মাঝারি শিল্পের ওপর গুরুত্ব আরোপ সর্বাঙ্গীন ও বহুমুখী নীতির ভিত্তিতে বৃহৎ শিল্প গড়ার জন্য নির্দিষ্ট কার্যকরী নীতি রূপায়ণ, বিনামূল্যে সরকারি চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন , অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক করা, শিক্ষাখাতে বাজেটের ২০ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ সহ রেশন ব্যবস্থাকে সর্বজনীন করা, গরিবদের জন্য ২ টাকা কেজি দরে চাল বা গম প্রতিমাসে ৩৫ কেজি করে প্রতিটি পরিবারকে সরবরাহ করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ এই সংযুক্ত মোর্চার জোট। ভিনদেশে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য পৃথক মন্ত্রক চালু সকল শ্রমিকদের মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া, শ্রমজীবী মানুষের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সুরক্ষিত করে বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের মাসে ২৫০০ টাকা ভাতা দেওয়া ও অন্যান্য বন্ধ শিল্পকলকারখানা খোলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সমস্যার সমাধান করা সংযুক্ত মোর্চার অন্যতম লক্ষ্য।

আসুন শিল্প বাঁচাতে, জীবিকা বাঁচাতে, শ্রমিক বাঁচাতে আমাদের রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করতে মানুষে মানুষে বিভেদ নয়, ধর্ম-বর্ণ জাতপাতের উর্ধ্বে উঠে বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের জয়ী করুন। দুর্নীতিমুক্ত, অপশাসন মুক্ত বাংলা গড়ে তুলুন, রাজ্যের মানুষের সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠিত করুন। তৃণমূল ও বিজেপিকে পরাস্ত করুন। সংযুক্ত মোর্চার সরকার গঠন করুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সাবধানে থাকুন।

ধন্যবাদ, নমস্কার।

কলকাতা দূরদর্শনে সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে আর এস পি'র কম. দেবাশীষ মুখার্জীর বক্তব্য

সুধী নাগরিকবৃন্দ,
আর এস পি'র শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

প্রথমেই আর এস পি'র পক্ষ থেকে নতুন বাংলা গড়ার লক্ষ্যে, রাজ্যে বিকল্প নীতির সরকার গড়তে বামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন সংযুক্ত মোর্চার সমস্ত প্রার্থীদের জয়ী করার আবেদন করছি। আপনারা নিশ্চই সহমত হবেন যে, রাজ্যে সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে আমাদের দেশ এবং রাজ্য এক অভূতপূর্ব অবস্থার মুখোমুখি। রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল সরকারের শাসনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সব দিক থেকেই রাজ্যের ঐতিহ্য ধূলায় লুণ্ঠিত—মূল্যবোধ, সম্প্রীতির পরিবেশ গভীরভাবে আক্রান্ত।

রাজ্যের মন্ত্রী থেকে শাসক দলের ছোট বড় নেতা নেত্রী দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত। সারদা, নারদা, কয়লা কেলেঙ্কারি, গরু পাচার, সরকারি কাজে কাটমানি, টেট, এস এস সি পরীক্ষা ও নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি, আরও আরও পাহাড় প্রমাণ কেলেঙ্কারি, রাজ্যের প্রবীন, নবীন সর্বস্তরের মানুষের প্রতিদিনের আলোচনার বিষয়। অপরাধীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সমাজের বুকে, সভ্য শিক্ষিত রুচিবান মানুষদের চলতে হচ্ছে মাথা নিচু করে। এককথায় গত দশ বছরে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালিত সরকার ''দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন।

অন্যদিকে মানুষ অসহায় ও বিপন্ন, বেকারত্বে জর্জরিত রাজ্যের যুবসমাজ। জীবিকার হাহাকার—পাঠের শিক্ষার সাথে বাস্তবের অমিল তরুণ মনকে বিভ্রান্ত করে তুলছে। মূল্যবৃদ্ধির দাপট, অর্থনৈতিক সংকট, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির চোখের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। বিকল্প হওয়ার দাবি নিয়ে ভোট মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। আপনাদের অভিজ্ঞতা কি বলে? এক এক করে স্মরণ করুন—

(১) নোটবন্দী, (২) জি এস টি, (৩) মূল্যবৃদ্ধি—গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল সহ প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের। অনুসৃত নীতির ফলে উৎপাদনে মন্দা ব্যাপক। কর্মহীনতা এবং এক ধাক্কায় মানুষের প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত তখন নতুন কৃষি আইন, শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শ্রম আইনের পরিবর্তন, শিক্ষানীতি ইত্যাদি জনজীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। সরকারি কলকারখানা, রেল, বিমান, কয়লাখনি, ব্যাঙ্ক, বীমা সব বেচে দিচ্ছে দেশী বিদেশী ব্যবসায়ীদেরহাতে।

এমনকি প্রতিরক্ষাক্ষেত্র পর্যন্ত বেসরকারীকরণ হচ্ছে। আর রয়েছে ধর্মের নামে বিভাজনের রাজনীতি, এন আর সি'র নামে মানুষকে ভয় দেখানো। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে খুন, ধর্ষণ, রক্তপাতের ঘটনা নিত্যদিনের শিরোনাম। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস দল আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি দল একে অপরের পরিপূরক। আজ যে তৃণমূল কাল সে বিজেপি। সকালে যে বিজেপি রাতে সে তৃণমূল। অর্থ, ব্যক্তিস্বার্থ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভে লালায়িত নীতিহীন ব্যক্তিরাই এই দুই দলের মুখ। তাই আমাদের আহ্বান জনগণের দুই প্রধান শত্রুকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পরাস্ত করুন।

রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল আর কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি। এই দুইয়ের বিপরীতে আমরা। ন্যায়, নীতি, মূল্যবোধ গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির জোট সংযুক্ত মোর্চা। শুধু নির্বাচনের লড়াইতে নয়, আমাদের এই রাজ্যকে সামাজিক বিভাজনের ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে, কর্মসংস্থানে গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা আপনাদের সমর্থন চাইছি।

তাই আর এস পি'র পক্ষ থেকে রাজ্যবাসী প্রবীণ-নবীন-মহিলা, ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ নিরপেক্ষ সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন করছি সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনে আর এস পি প্রার্থীদের জয়ী করুন। অন্যত্র সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত বামপন্থী, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির প্রার্থীদের ভোট দিন।

স্বৈরতান্ত্রিক, ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টিকারী, দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক দলগুলির পরাজয় নিশ্চিত করুন।
নমস্কার।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-